# প্রশ্নোত্তরে বিধি শিক্ষা

এই প্রশ্নোত্তর শিক্ষা বিধি জার্মানীর Heidelberg-এ Zacharias Ursinus (১৫৩৪-১৫৮৩) এবং Caspar olvianus (1536-1584) দ্বারা লিখিত হয় এবং জার্মানীতে ১৫৬৩ সালে প্রকাশ করা হয়েছিল। ইহা synod of dortg-এর দ্বারা অনুমোদন পেয়েছিল এবং অনেক বিভিন্ন দেশেতে রিফর্মড মণ্ডলীগুলি সাগ্রহে গ্রহণ করে। ইহা হল অনেক মণ্ডলীর প্রথা যে প্রত্যেক রবিবার বিকাল বেলা পুলপিট থেকে ইহাকে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা হয়। ইহা বাহান্নটি অংশে ভাগ করা হয়।

প্রশ্ন ১: আপনার জীবনে এবং মৃত্যুতে একমাত্র সান্ত্বনা কি?

উ: ১) আমি আমার নিজের নই, (২) কিন্তু দেহ এবং আত্মার সহিত যুক্ত, জীবন এবং মৃত্যু উভয়ে, (৩) আমার বিশ্বস্ত পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টেতে, (৪) তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বহুর্মূ্য রক্ত দ্বারা আমার সমস্ত পাপের জন্য মূল্য দিয়েছেন, (৫) এবং শয়তানের সমস্ত ক্ষমতা হইতে মুক্ত করেছেন, (৬) তিনি আবার আমাকে এমনভাবে সংরক্ষিত রেখেছেন (৭) যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা ছাড়া একটিও মাথার চুল পড়তে পারে না; (৮) বস্তুতঃ সমস্ত কিছুই একসঙ্গে আমার পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই কার্য করে। (৯) সুতরাং তাঁহার পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি আমাকে অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দেন (১০) এবং আমাকে আন্তরিক ইচ্ছা দেন এবং তাঁহার জন্যে জীবনযাপন করতে এখন হইতে প্রস্তুত করেন।

১) ১ করি. ৬:১৯-২০ (২) রোমীয় ১৪:৭-৯ (৩) ১ করি. ৩:২৩ (৪) ১ পিতর ১:১৮, ১ যোহন ১:৭, ২:২ (৫) যোহন ৮:৩৪-৩৬, ইব্রীয় ২:১৪-১৫, ১-যোহন ৩:৮ (৬) যোহন ৬:৩৯-৪০, ১০:২৭-৩০, ২থিষ ৩:৩, ১-পিতর ১:৫ (৭) মথি ১০:২৯-৩১, লূক ২১:১৬-১৮ (৮) রোমীয় ৮:২৮ (৯) রোমীয় ৮:১৫, ২-করি. ১:২১-২২, ৫:৫ ইফি ১:১৩-১৪ (১০) রোমীয় ৮:১৪

প্রশ্ন ২: এই সান্ত্বনার আনন্দে বেঁচে থাকার এবং মরণের জন্য আপনার কি, জানার প্রয়োজন আছে?

উ: ১) প্রথম, কত গুরুতর আমার পাপগুলি এবং অবজ্ঞাত অবস্থা (২) দ্বিতীয়, কেমন করে আমি আমার সমস্ত পাপগুলি এবং অবজ্ঞাত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পেয়েছি; (৩) তৃতীয়, এমন পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে কেমন আমার ধন্যবাদের হৃদয় হবে।

১) রোমীয় ৩:৯-১০, ১-যোহন ১:১০ (২) যোহন ১৭:৩, প্রেরিত ৪:১২, ১০:৪৩ (৩) মথি ৫:১৬, রোমীয় ৬:১৩, ২ফিলি ৫:৮-১০, ১-পিতর ২:৯-১০

প্রশ্ন ৩: কোথা হইতে আপনি আপনার পাপগুলি এবং অবজ্ঞাত অবস্থার বিষয় জেনেছেন?

উ: ১) ঈশ্বরের ব্যবস্থা হইতে; (১) রোমীয় ৩:২০

প্রশ্ন ৪: ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমাদের কাছ থেকে কি চায়?

উ: ১) খ্রীষ্ট মথি ২২ অধ্যায়ে আমাদেরকে একটি সংক্ষিপ্ত এই শিক্ষা দেন, তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। (২) ইহা হল মহান এবং প্রথম আজ্ঞা এবং দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য, তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে। এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদী গ্রন্থও ঝুলিতেছে।

১) দ্বি. বি. ৬:৫ (২) লেবীয় ১৯:১৮

প্রশ্ন ৫: আপনি কি এই সমস্ত নিখুঁত ভাবে পালন করতে পারেন?

উ: ১) না, (২) আমি প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বর এবং আমার প্রতিবেশীকে ঘৃণা করতে ঝুকে পড়ি বা পরিচালিত হই।

১) রোমীয় ৩:১০,২৩, ১-যোহন ১:৮,১০ (২) আদি ৬:৫, ৮:২১, যির ১৭:৯, রোমীয় ৭:২৩, ৮:৭, ইফি ২:৩, তীত ৩:৩

প্রশ্ন ৬: তাহলে কি ঈশ্বর মানুষকে খুবই মন্দ এবং স্বেচ্ছাচারী করে সৃষ্টি করেছেন?

উ: না, সম্পূর্ণ বিপরীতে (১) ঈশ্বর মানুষকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেহেন (২) এবং তাঁহার প্রতিমূর্তিতে (৩) সেইটি হল, সত্য ধার্মিকতায় ও পবিত্রতায় (৪) সুতরাং সে অবশ্যই সঠিকভাবে তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে জানবে, (৫) তাঁকে হৃদয়পূর্ণ ভালবাসবে এবং প্রশংসা ও গৌরবের জন্য অনন্তকালীন আশির্বাদে তাঁহার সহিত বসবাস করবে।

১) আদি ১:৩১ (২) আদি ১:২৬-২৭ (৩) ইফি ৪:২৪ (৪) কলসীয় ৩:১০ (৫) গীত ৮

প্রশ্ন ৭: তাহলে কোথা হইতে মানুষের দুশ্চরিত্র প্রকৃতি আসে?

উ: ১) পরমদেশে আমাদের প্রথম পিতামাতা, আদম এবং হবা'র অবাধ্যতা ও পতন হইতে, (২) সেই জন্য আমাদের প্রকৃতি খুবই কলুষিত হইয়াছে, (৩) যে আমরা পাপে গর্ত্তে এসেছি এবং জন্ম গ্রহণ করেছি।

১) আদি ৩, (২) রোমীয় ৫:১২,১৮-১৯ (৩) গীত ৫১:৫

প্রশ্ন ৮: কিন্তু আমরা কি খুবই কলুষিত যে আমরা কোন ভাল কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং সকল মন্দতে ঝুকি?

উ: ১) হ্যাঁ (২) যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নবজন্ম লাভ করি।

১) আদি ৬:৫, ৮:২১ ইয়োব ১৪:৪ যিশা. ৫৩:৬ (২) যোহন ৩:৩-৫

প্রশ্ন ৯: তাহলে, ঈশ্বর কি তাঁহার ব্যবস্থার দাবি দ্বারা অন্যায় করেনি যে মানুষ করতে পারে না?

উ: ১) না, কারণ ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছে যে সে ইহা করতে সক্ষম ছিল (২) কিন্তু মানুষ দিয়াবলের প্ররোচনাতে, (৩) সেচ্ছাকৃত অবাধ্যতাতে (৪) নিজে দস্যুতা করছে এবং এই ফলের সবাই তাহার বংশধর।

১) আদি ১:৩১ (২) আদি ৩:১৩, যোহন ৮:৪৪, ১-তীম ২:১৩-১৪ (৩) আদি ৩:৬ (৪) রোমীয় ৫:১২,১৮-১৯

প্রশ্ন ১০: ঈশ্বর কি শাস্তি না দিতে এমন অবাধ্যতা এবং স্বধর্ম ত্যাগ করতে অনুমোদন করবে?

উ: ১) নিশ্চিতভাবে নয়, তিনি আমাদের উৎস পাপ (origianl sin) সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পাপগুলির (actual sin) দ্বারা ভীষণ ভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেই জন্য তিনি এখন এবং অনন্ত কালে উভয় সময়ে এক ন্যায় বিচার দ্বারা তাহাদের শাস্তি দেবেন, (২) যেমন তিনি ঘোষণা করিয়াছেন: “যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্থ (গালা ৩:১০)।

১) যাত্রা ৩৪:৭, গীত ৫:৪-৬, ৭:১০, নহি ১:২, রোমীয় ১:১৮, ৫:১২, ইফি ৫:৬, ইব্রীয় ৯:২৭ (২) দ্বি.বি. ২৭:২৬

প্রশ্ন ১১: কিন্তু ঈশ্বর আবারও কি দয়াবান নন?

উ: ১) ঈশ্বর হলেন সত্যই দয়াবান, (২) কিন্তু তিনি আবার ন্যয়বান (৩) পাপ ঈশ্বরের অধিকতর উন্নত মহিমার বিরুদ্ধে দুষ্কর্ম করিয়াছে আবার অধিকতর কষ্টের সহিত শাস্তি হবে, সেটি হল, অনন্তকাল ধরে দেহ ও আত্মার শাস্তি।

১) যাত্রা ২০:৬, ৩৪:৬-৭, গীত ১০৩:৮-৯ (২) যাত্রা ২০:৫, ৩৪:৭, দ্বি.বি. ৭:৯-১১, গীত ৫:৪-৬, ইব্রীয় ১০:৩০-৩১ (৩) মথি ২৫:৪৫-৪৬

প্রশ্ন ১২: যেহেতু ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ন শাস্তি অনুযায়ী আমরা ক্ষণিকের ও অনন্তকাল শাস্তির যোগ্য, কেমন করে আমরা এই শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাব এবং আবার অনুগ্রহ গ্রহণ করব?

উ: ১) ঈশ্বর দাবি করে যে তাঁহার ন্যায় বিচার সন্তুষ্ট করবে, (২) সুতরাং সম্পূর্ণ পাওনা অবশ্যই দিতে হবে, হয় আমাদের নিজেদের দ্বারা অথবা অপর কোন ভাবে।

১) যাত্রা ২০:৫, ২৩:৭, রোমীয় ২:১-১১ (২) যিশা ৫৩:১১, রোমীয় ৮:৩-৪

প্রশ্ন ১৩: আমরা নিজেরা কি পাওনা দিতে পারি?

উ: ১) নিশ্চিতভাবে নয়, বিপরীতে আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের অপরাধ বাড়াই।

১) গীত ১৩০:৩, মথি ৬:১২, রোমীয় ২:৪-৫

প্রশ্ন ১৪: কোন খাঁটি প্রাণী (জীব) আমাদের জন্য কি পাওনা দিতে পারে?

উ: ১) না, প্রথমস্থলে মানুষ যে পাপ করেছে সেই পাপের জন্য ঈশ্বর কোন প্রাণীকে শাস্তি দেবে না, (২) অধিকন্তু, কোন খাটি প্রাণী পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অনন্ত ক্রোধের বোঝা বহন করতে পারে না এবং ইহা হইতে অন্যকে পরিত্রাণ দিতে পারে না।

১) যিহি ১৮:৪,২০, ইব্রীয় ২:১৪-১৮ (২) গীত ১৩০:৩, নহি ১:৬

প্রশ্ন ১৫: আমরা কি ধরণের মধ্যস্থকারী এবং পরিত্রাতার অবশ্যই খোঁজ করবো?

উ: ১) একজন যিনি হলেন সত্য (২) এবং ধার্মিক (৩) মানুষ এবং এখনও সমস্ত প্রাণীদের চেয়েও ক্ষমতাপূর্ণ; তিনি হলেন একজন যিনি একই সময়ে সত্য ঈশ্বর।

১) ১-করি ১৫:২১, ইব্রীয় ২:১৭, (২) যিশা. ৫৩:৯, ২-করি. ৫:২১, ইব্রীয় ৭:২৬, (৩) যিশা ৭:১৪, ৯:৬ যিরি ২৩:৬, যোহন ১:১, রোমীয় ৮:৩-৪

প্রশ্ন ১৬: কেন তিনি অবশ্যই একজন সত্য এবং ধার্মিক মানুষ হবেন?

উ: ১) তিনি অবশ্যই একজন সত্য মানুষ হবেন কারণ ঈশ্বরের ন্যায় বিচার দাবি করে (চায়) যে একই মানব প্রকৃতি যেটি পাপ করিয়াছে পাপের জন্য পাওনা দেওয়া উচিত (২) তিনি অবশ্যই একজন ধার্মিক মানুষ হবেন কারণ একজন যিনি নিজেই এক পাপি অন্যদের জন্য পাওনা দিতে পারে না।

১) রোমীয় ৫:১২,১৫, ১-করি ১৫:২১, ইব্রীয় ২:১৪-১৬ (২) ইব্রীয় ৭:২৬-২৭, ১-পিতর ৩:১৮

প্রশ্ন ১৭: কেন তিনি অবশ্যই একই সময়ে সত্য ঈশ্বর হবেন?

উ: ১) তিনি অবশ্যই সত্য ঈশ্বর হবেন সুতরাং তাঁহার ঐশ্বরিক প্রকৃতির ক্ষমতা দ্বারা (২) তিনি তাঁহার মানব প্রকৃতিতে ঈশ্বরের ক্রোধের বোঝা বহন করতে পারে। (৩) আমাদেরকে অর্জন করতে পারে এবং আমাদেরকে ধার্মিকতায় ও জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে।

১) যিশা ৯:৫, (২) দ্বি.বি. ৪:২৪, নহি ১:৬, জীত ১৩০:৩ (৩) যিশা ৫৩:৫, ১যোহন ৩:১৬, ২-করি ৫:২১

প্রশ্ন ১৮: কিন্তু কে সেই মদ্যস্তকারী যিনি একই সময়ে হলেন সত্য ঈশ্বর এবং এক সত্য এবং ধার্মিক মানুষ?

উ: ১) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহাকে ঈশ্বর প্রস্তুত করিয়াছেন আমাদের জন্য জ্ঞান, ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।

১) মথি ১:২১-২৩, লূক ২:১১, ১-তীম ২:৫, ৩:১৬

প্রশ্ন ১৯: কোথা হইতে আপনি ইহা জেনেছেন?

উ: ১) পবিত্র সুসমাচার থেকে, যা ঈশ্বর নিজেই প্রথম পরমদেশে প্রকাশ করেছেন (২) পরে তিনি ইহা আদি পিতামাতাদের দ্বারা ঘোষণা করেছেন (৩) এবং ভাববাদীরা (৪) এবং ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্ব ও বলিদানগুলির দ্বারা ছায়া দেখিয়েছেন (৫) চূড়ান্তভাবে, তিনি তাঁহার পুত্রের মাধ্যমে ইহা পূর্ণ করেছেন।

১) আদি ৩:১৫, (২) আদি ১২:৩, ২২:১৮, ৪৯:১০, (৩) যিশা ৫৩, যির ২৩:৫-৬ মীখা ৭:১৮-২০, প্রকা ১০:৪৩, ইব্রীয় ১:১ (৪) লেবীয় ১:৭, যোহন ৫:৪৬, ইব্রীয় ১০:১-১০ (৫) রোমীয় ১০:৪, গালা ৪:৪,৫ কল ২:১৭

প্রশ্ন ২০: তাহলে কি সমস্ত মানুষ খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে, যারা আদমের মধ্যে দিয়ে বিনষ্ট হইয়াছে?

উ: ১) না, কেবলমাত্র তাহারাই পরিত্রাণ পাইয়াছে যাহারা এক সত্য বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্টতে সংযুক্ত হইয়াছে। এবং তাঁহার সমস্ত আশির্বাদ

লাভ করে।

১) মথি ৭:১৪, যোহন ১:১২, ৩:১৬,১৮,৩৬, রোমীয় ১১:১৬-২১

প্রশ্ন ২১: সত্য বিশ্বাস কি?

উ: ১) সত্য বিশ্বাস হল এক নিশ্চয়জ্ঞান যদ্বারা আমি সমস্ত কিন্তু সত্য হিসাবে গ্রহণ করি যা ঈশ্বর তাঁহার বাক্যের দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন (২) একই সময়ে ইহা হল একাকি দৃঢ় নিশ্চয়তা (৩) সেইটি শুধুমাত্র অন্যদের কাছে নয় কিন্তু আবার আমারও কাছে (৪) ঈশ্বর অঙ্গিকার (অনুমোদন) করিয়াছেন পাপের ক্ষমা, অনন্ত ধার্মিকতা এবং পরিত্রাণ (৫) পবিত্র অনুগ্রহ হইতে একমাত্র খ্রীষ্টের গুণের উদ্দেশ্যের জন্য (৬) এই বিশ্বাস সুসমাচার দ্বারা আমার হৃদয়ে পবিত্র আত্মার কার্য।

১) যোহন ১৭:৩,১৭ ইব্রীয় ১১:১-৩ যাকোব ২:১৯ (২) রোমীয় ৪:১৮-২১, ৫:১, ১০:১০ ইব্রীয় ৪:১৬ (৩) গালা ২:২০ (৪) রোমীয় ১:১৭ ইব্রীয় ১০:১০ (৫) রোমীয় ৩:২০-২৬ গালা ২:১৬ ইফি ২:৮-১০ (৬) প্রেরিত ১৬:১৪ রোমীয় ১:১৬, ১০:১৭ ১-করি ১:২১

প্রশ্ন ২২: তাহলে একজন খ্রীষ্টান অবশ্যই কি বিশ্বাস করে?

উ: ১) সমস্ত কিছু যা সুসমাচারে আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, যা আমাদের সর্বজনীন বিশ্বাসের অনুচ্ছেদ এবং এক সংক্ষেপে অসন্দেহ খ্রীষ্টান বিশ্বাস আমাদের শিক্ষা দেয়।

১) মথি ২৮:১৯, যোহন ২০:৩০,৩১

প্রশ্ন ২৩: এই অনুচ্ছেদগুলি কি? সূত্রগুলি কি?

উ: III ১) আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি III১) স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা III২) আমি যীশুতে বিশ্বাস করি, III২) তাঁহার একজাত পুত্র, আমাদের প্রভু, III৩) তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভস্থ হয়েছেন, III৩) কুমারী মরিয়মের দ্বারা জন্মিয়াছেন; III৪) পন্তিয় পিলাতের সময়ে দুঃখভোগ করিলেন, III৪) ক্রুশ বিদ্ধ হইলেন, মরিলেন এবং কবরস্থ হইলেন, III৪) তিনি পরলোকে নামিলেন, III৫) তৃতীয় দিবসে মৃত্যু হইতে উঠিলেন; III৬) তিনি স্বর্গে আরোহন করিলেন, III৬) এবং দক্ষিণ দিকে বসিয়াছেন III৬) সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের; III৭) তথা হইতে বিচার করিতে আসিবেন III৭) জীবিত ও মৃতদের III৮) আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি III৯) আমি এক পবিত্র সর্বজনীন খ্রীষ্টান মণ্ডলী বিশ্বাস করি, III৯) সাধুদের সহভাগিতায় III১০) পাপের ক্ষমা; III১১) দেহের পুনরুত্থান; III১২) এবং অনন্ত জীবনে।

প্রশ্ন ২৪: কেমন করে এই সূত্রগুলিকে বিভাগ করা হয়েছে?

উ: তিনটি অংশের প্রথম হল পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের সৃষ্টি; দ্বিতীয় হল পুত্র ঈশ্বর এবং আমাদের পরিত্রাণ; তৃতীয় হল পবিত্র আত্মা ঈশ্বর এবং আমাদের পবিত্রকরণ।

প্রশ্ন ২৫: যেহেতু একমাত্র এক ঈশ্বর আছেন, (১) কি করে আপনি তিন ব্যক্তি, পিতা, পুত্র পবিত্র আত্মার সঙ্গে কথা বলেন?

উ: ২) কারণ ঈশ্বর নিজেকে তাঁহার বাক্যে প্রকাশ করেছেন, যে তিনি পৃথক ব্যক্তিত্ব হলেন এক, সত্য অনন্ত ঈশ্বর।

১) দ্বি. বি. ৬:৪ যিশা ৪৪:৬, ৪৫:৫ ১-করি ৮:৪,৬ (২) আদি ১:২-৩ যিশা ৬১:১, ৬৩:৮-১০ মথি ৩:১৬-১৭, ২৮:১৮-১৯ লূক ৪:১৮ যোহন ১৪:২৬, ১৫:২৬ ২-করি ১৩:১৪ গালা ৪:৬ তীত ৩:৫-৬

প্রশ্ন ২৬: আপনি কি বিশ্বাস করেন যখন আপনি বলেন: আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা?

উ: ১) তাহল, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত পিতা, যিনি কোন কিছু ছাড়াই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং ওই সমস্ত হল তাহাদের মধ্যে (২) এবং যিনি এখনও তাঁহার অনন্ত পরামর্শ এবং যত্নের দ্বারা ধরে রেখেছেন ও পরিচালনা করছেন; (৩) তাহল, তাঁহার পুত্র খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে, আমার ঈশ্বর এবং আমার পিতা, (৪) তাঁহাতে আমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরতা রাখি যেখানে কোন সন্দেহ থাকে না যে তিনি আত্মার ও দেহের সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি আমাকে যোগাবেন (৫) এবং তিনি সকল কিছু মন্দতা থেকে আমাকে উত্তমে ফেরাবেন তিনি এই দুঃখের জীবনে আমাকে পাঠিয়েছেন। (৬) তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হিসাবে ওই সকল করতে সক্ষম, (৭) এবং একজন বিশ্বস্ত পিতা হিসাবে করবেন।

১) আদি ১ ও ২ যাত্রা ২০:১১ ইয়োব ৩৮ ও ৩৯ গীত ৩৩:৬ যিশা ৪৪:২৪ প্রেরিত ৪:২৪ ১৪:১৫ (২) গীত ১০৪:২৭-৩০ মথি ৬:৩০, ১০:২৯ ইফি ১:১১ (৩) যোহন ১:১২-১৩ রোমীয় ৮:১৫-১৬ গালা ৪:৪-৭ ইফি ১:৫ (৪) গীত ৫৫:২২ মথি ৬:২৫-২৬ লূক ১২:২২-৩১ (৫) রোমীয় ৮:২৮ (৬) আদি ১৮:১৪ রোমীয় ৮:৩১-৩৯ (৭) মথি ৬:৩২-৩৩, ৭:৯-১১

প্রশ্ন ২৭: ঈশ্বরের যত্নের দ্বারা আপনি কি বুঝতে পারেন?

উ: ১) ঈশ্বরের যত্ন হল তাঁহার সর্বশক্তিমান এবং চিরন্তন ক্ষমতা (২) তদ্বারা তাঁহার হাতের সহিত তিনি এখনও স্বর্গ ও পৃথিবী এবং সমস্ত সৃষ্ট ধরে রয়েছেন (৩) এবং তাহাদের পরিচালনা করেন যে পাতা এবং ছোটপাত, বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি, উর্বর এবং অনুর্বর বৎসরগুলি, খাদ্য এবং পানীয়, স্বাস্থ এবং অসুস্থতা, প্রাচুর্য এবং দরিদ্রতা, (৪) বস্তুতঃ সমস্ত কিছু আকস্মিক বা হঠাৎ করে আসেনি (৫) কিন্তু তাঁহার পিতৃসুলভ হস্তের দ্বারা।

১) যির ২৩:২৩-২৪ প্রেরিত ১৭:২৪-২৮ (২) ইব্রীয় ১:৩ (৩) যির ৫:২৪, প্রেরিত ১৪:১৫-১৭ যোহন ৯:৩ উপদেশক ২২:২ (৪) উপদেশক ১৬:৩৩ (৫) মথি ১০:২৯

প্রশ্ন ২৮: ইহা জানতে আমাদের লাভ কি যে ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও তাহাদেরকে তাঁহার যত্নের দ্বারা ধরে রেখেছেন?

উ: ১) আমরা মন্দতাতে ধৈর্য্যে থাকতে পারে (২) উন্নতিতে ধন্যবাদপূর্ণ হই (৩) এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা যেন

আমাদের বিশ্বস্ত ঈশ্বর এবং পিতাতে এক দৃঢ় নিশ্চয়তায় থাকতে পারি যেন কোন জীব আমাদেরকে তাঁহার প্রেম পৃথক করতে না পারে; (৪) কারণ সমস্ত জীব সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হাতে যে তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া তাহারা সরতে পারে না।

১) ইয়োব ১:২১-২২ গীত ৩৯:১০ যাকোব ১:৩ (২) দ্বি.বি. ৮:১০ ১-থিষ ৫:১৮ (৩) গীত ৫৫:২২ রোমীয় ৫:৩-৫ রোমীয় ৫:৩-৫, ৮:৩৮-৩৯ (৪) ইয়োব ১:১২, ২:৬ উপদেশক ২১:১ প্রেরিত ১৭:২৪-২৮

প্রশ্ন ২৯: কেন ঈশ্বরের পুত্রকে যীশু বলা হয়, যিনি হলেন মুক্তিদাতা?

উ: ১) কারণ তিনি আমাদের সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করেছেন (২) এবং কারণ পরিত্রাণ কোথাও পেতে বা খুঁজতে পারি না।

১) মথি ১:২১ ইব্রীয় ৭:২৫ (২) যিশা ৪৩:১১ যোহন ১৫:৪-৫ প্রেরিত ৪:১১-১২ ১-তীম ২:৫

প্রশ্ন ৩০: যাহারা নিজেদের দ্বারা সাধুদের হইতে তাহাদের পরিত্রাণ খুঁজছে এবং ভাল হতে চাইছে তারা কি কেবলমাত্র যীশুতে বিশ্বাস করবে না কি অন্য কোথায়?

উ: ১) না, যদিও তাহারা বাক্যে তাহাদের গর্ভ করে আসলে তারা যীশু একমাত্র পরিত্রাতা অস্বীকার করে (২) কারণ দুটি বিষয়ে মধ্যে একটি সত্য হবে: হয় যীশু এ সম্পূর্ণ পরিত্রাতা নয়, অথবা যাহারা সত্য বিশ্বাস দ্বারা এই পরিত্রাতাকে গ্রহণ করে অবশ্যই তাঁহাতে সমস্ত কিছু খুঁজে পাবে যে তাহাদের পরিত্রাণের জন্য ইহা প্রয়োজনীয়।

১) ১-করি ১:১২-১৩ গালা ৫:৪ (২) কল ১:১৯-২০, ২:১০ ১-যোহন ১:৭

প্রশ্ন ৩১: কেন তাঁহাকে খ্রীষ্ট বলা হয়, যিনি হলেন অভিষিক্ত?

উ: ১) কারণ তিনি ঈশ্বর পিতা দ্বারা এবং পবিত্র আত্মার সহিত অভিষিক্ত হইয়াছেন, (২) আমাদের মূখ্য ভাববাদী এবং শিক্ষক হবেন (৩) যিনি আমাদের কাছে গোপন পরামর্শ এবং আমাদের পরিত্রাণ সম্পর্কে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন (৪) আমাদের একমাত্র মহাযাজক (৫) যিনি তাঁহার দেহের এক বলিদান দ্বারা আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন (৬) এবং যিনি পিতার কাছে আমাদের জন্য অবিরত বিনতী করে বলেছেন (৭) এবং আমাদের অনন্ত রাজা (৮) যিনি তাঁহার বাক্য ও আত্মা দ্বারা আমাদেরকে পরিচালনা করছেন এবং যিনি আমাদের জন্য অর্জিত পরিত্রাণকে প্রতিহত এবং রক্ষা করছেন।

১) গীত ৪৫:৭ (ইব্রীয় ১:৯) যিশা ৬১:১ লূক ৪:১৮, ৩:২১-২২ (২) দ্বি.বি. ১৮:১৫ (প্রেরিত ৩:২২) (৩) যোহন ১:১৮, ১৫:১৫ (৪) গীত ১১০:৪ (ইব্রীয় ৭:১৭) (৫) ইব্রীয় ৯:১২, ১০:১১-১৪ (৬) রোমীয় ৮:৩৪ ইব্রীয় ৯:২৪ ১-যোহন ২:১ (৭) সখরিয় ৯:৯ (মথি ২১:৫) লূক ১:৩৩ (৮) মথি ২৮:১৮-২০ যোহন ১০:২৮ প্রকা ১২:১০-১১

প্রশ্ন ৩২: কেন আপনাকে খ্রীষ্টান বলা হয়?

উ: ১) কারণ আমি বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্টের এক সদস্য এবং এইরূপে তাঁহার অভিষিক্ততাতে সহভাগিতা করি (৩) সুতরাং আমি তাঁহার নাম স্বীকার করতে পারি ভাববাদী হিসাবে (৪) যাজক হিসাবে তাঁহার কাছে নিজেকে এক জীবন্ত বলিদানে উৎসর্গ করি (৫) রাজা হিসাবে এই জীবনে শয়তান ও পাপের বিরুদ্ধে এক মুক্ত ও উত্তম অনুভূতির সহিত যুদ্ধ করি (৬) এবং তাহার পরে সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাঁহার সহিত অনন্তকালীন রাজত্ব করি।

১) ১-করি ১২:১২-২৭ (২) যোয়েল ২:২৮ (প্রেরিত ২:১৭) ১-যোহন ২:২৭ (৩) মথি ১০:৩২ রোমীয় ১০:৯-১০ ইব্রীয় ১৩:১৫ (৪) রোমীয় ১২:১ ১-পিতর ২:৫,৯ (৫) গালা ৫:১৬-১৭ ইফি ৬:১১ ১-তীম ১:১৮-১৯ (৬) মথি ২৫:৩৪, ২-তীম ২:১২

প্রশ্ন ৩৩: কেন তাঁহাকে ঈশ্বরের একজাত পুত্র বলা হয়, যেখানে আমরাও হলাম ঈশ্বরের সন্তান?

উ: ১) কারণ খ্রীষ্ট হলেন একমাত্র (একই) অনন্ত, সহজাত ঈশ্বরের পুত্র (২) যাইহোক আমরা হলাম দত্তক পুত্রতার দ্বারা অনুগ্রহের মাধ্যমে, খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যের জন্য ঈশ্বরের সন্তান।

১) যোহন ১:১-৩,১৪,১৮, ৩:১৬ রোমীয় ৮:৩২ ইব্রীয় ১ ১-যোহন ৪:৯ (২) যোহন ১:১২ রোমীয় ৮:১৪-১৭ গালা ৫:১৬ ইফি ১:৫-৬

প্রশ্ন ৩৪: কেন আপনি তাঁহাকে আমাদের প্রভু বলেন?

উ: ১) কারণ তিনি আমাদের মুক্তির মূল্য দিয়াছেন, দেহ ও আত্মা (২) আমাদের সমস্ত পাপ হইতে, সোনা রূপার দ্বারা নয় কিন্তু তাঁহার বহুমূল্য রক্ত দ্বারা (৩) এবং আমাদেরকে তাঁহার নিজের অধিকারে করতে শয়তানের সমস্ত ক্ষমতা হইতে আমাদেরকে মুক্ত করিয়াছেন।

১) ১-করি ৬:২০ ১-তীম ২:৫-৬ (২) ১-পিতর ১:১৮-১৯ (৩) কল ১:১৩-১৪ ইব্রীয় ২:১৪-১৫

প্রশ্ন ৩৫: আপনি কি স্বীকার করেন যখন আপনি বলেন: তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন এবং কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন?

উ: ১) ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র, তিনি আছেন এবং সত্য এবং অনন্ত ঈশ্বর হয়ে থাকবেন, (২) কুমারী মরিয়মের মাংস এবং রক্ত হইতে নিজের উপরে সত্য মানব প্রকৃতি গ্রহণ করলেন, (৩) পবিত্র আত্মার কার্যের মধ্য দিয়ে (৪) এইরূপে তিনি আবার হলেন দায়ূদের সত্য বংশ (৫) এবং প্রতিটি সন্মানে তাহার ভাইদের মত (৬) তথাপি পাপ মুক্ত।

১) যোহন ১:১, ১০:৩০-৩৬, রোমীয় ১:৩, ৯:৫ কল. ১:১৫-১৭, ১-যোহন ৫:২০ (২) মথি ১:১৮-২৩ যোহন ১:১৪ গালা ৪:৪ ইব্রীয় ২:১৪ (৩) লূক ১:৩৫ (৪) ২-শমূয়েল ৭:১২-১৬ গীত ১৩২:১১ মথি ১:১ লূক ১:৩২ রোমীয় ১:৩ (৫) ফিলি ২:৭ ইব্রীয় ২:১৭ (৬) ইবীয় ৪:১৫ ৭:২৬-২৭

প্রশ্ন ৩৬: খ্রীষ্টের এই পবিত্র গর্ভধারণ এবং জন্ম হইতে আপনি কি ফল / লাভ গ্রহণ করেন?

উ: ১) তিনি হলেন আমাদের মধ্যস্থকারী (২) এবং তাঁহার নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ পবিত্রতা দ্বারা আমার পাপ, ঈশ্বরের কাছে ঢাকে, যার মধ্যে আমি গর্ভস্থ এবং জন্মিয়াছিলাম।

১) ১-তীম ২:৫-৬ ইব্রীয় ৯:১৩-১৫ (২) রোমীয় ৮:৩-৪ ২-করি ৫:২১ গালা ৪:৪-৫ ১-পিতর ১:১৮-১৯

প্রশ্ন ৩৭: আপনি কি স্বীকার করেন যখন আপনি বলেন যে তিনি দুঃখভোগ করিয়াছিলেন?

উ: ১) পৃথিবীতে যে সময় তিনি বাস করেছিলেন, কিন্তু বিশেষভাবে শেষ সময়ে, খ্রীষ্ট সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ দেহ ও আত্মায় বহন করলেন (২) এইরূপে তাঁহার দুঃখভোগের দ্বারা একমাত্র প্রায়শ্চিত বলিদান হিসাবে, (৩) তিনি অনন্ত নরক যন্ত্রনা হইতে আমাদের দেহ ও আত্মাকে উদ্ধার করলেন (৪) এবং আমাদের জন্য লাভ করলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ধার্মিকতা এবং অনন্ত জীবন।

১) যিশা ৫৩ ১-তীম ২:৬ ১-পিতর ২:২৪, ৩:১৮ (২) রোমীয় ৩:২৫ ১-করি ৫:৭ ইফি ৫:২ ইব্রীয় ১০:১৪ ১-যোহন ২:২, ৪:১০ (৩) রোমীয় ৮:১-৪ গালা ৩:১৩ কল ১:১৩ ইব্রীয় ৯:১২ ১-পিতর ১:১৮-১৯ (৪) যোহন ৩:১৬ রোমীয় ৩:২৪-২৬ ২-করি ৫:১২ ইব্রীয় ৯:১৫

প্রশ্ন ৩৮: বিচারক হিসাবে পন্তীয় পিলাতের অধীনে কেন তিনি দুঃখভোগ গ্রহণ করলেন?

উ: ১) যদিও নিষ্পাপ, খ্রীষ্ট একজন পৃথিবীস্থ বিচারক দ্বারা অভিযুক্ত হলেন (২) এবং সুতরাং তিনি ঈশ্বরের চরম বিচার হইতে আমাদেরকে মুক্ত করলেন যেটা আমাদের উপর ঘটার ছিল।

১) লূক ২৩:১৩-১৪ যোহন ১৯:৪, ১২-১৬ (২) যিশা ৫৩:৪-৫ ২-করি ৫:২১ গালা ৩:১৩

প্রশ্ন ৩৯: ইহা কি একটি বিশেষ মানে আছে যে খ্রীষ্ট ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন এবং এক অন্য ভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করেননি?

উ: ১) হ্যাঁ উহা দ্বারা আমি নিশ্চিত যে তিনি নিজের উপরে অভিশাপ তুলে নিলেন যেটা আমার উপরে ছিল, কারণ একজন ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন যিনি ঈশ্বর দ্বারা অভিশপ্ত হইলেন।

১) দ্বি.বি. ২১:২৩ গালা ৩:১৩

প্রশ্ন ৪০: খ্রীষ্টের জন্য ইহা কি প্রয়োজন ছিল নিজেকে নত করা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত?

উ: ১) ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং সত্যের জন্য (২) আমাদের পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ/ প্রায়শ্চিত সম্পাদিত হবে ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যুর দ্বারা অন্য কোন ভাবে নয়।

১) আদি ২:১৭ (২) রোমীয় ৮:৩ ফিলি ২:৮ ইব্রীয় ২:৯,১৪,১৫

প্রশ্ন ৪১: কেন তিনি কবরস্থ হলেন?

উ: ১) তাঁহার কবর ঘোষণা করেছিল যে তিনি প্রকৃত ভাবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

১) যিশা ৫৩:৯ যোহন ১৯:৩৮-৪২ প্রেরিত ১৩:২৯ ১-করি ১৫:৩-৪

প্রশ্ন ৪২: যখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরিয়াছেন, এখনও কেন আমাদের মরতে হবে?

উ: ১) আমাদের মরণ/মৃত্যু আমাদের পাপের পরিশোধের জন্য নয়, কিন্তু ইহা উপস্থাপিত পাপের শেষ এবং ইহা হল অনন্ত জীবনে এক প্রবেশ।

১) যোহন ৫:২৪ ফিলি ১:২১-২৩ ১-থিষ ৫:৯-১০

প্রশ্ন ৪৩: ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের বলিদান ও মৃত্যু হইতে আমরা আরও কি লাভ করি?

উ: ১) খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের পুরাতন প্রকৃতি তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, মৃত্যু হইয়াছে এবং কবরস্থ হইয়াছে (২) মাংসের মন্দ ইচ্ছাগুলি যেন আমাদের উপরে আর না রাজত্ব করে (৩) কিন্তু যে আমরা ধন্যবাদের এক বলিদান হিসাবে তাঁহাতে আমাদের নিজেদের যেন উৎসর্গ করি।

১) রোমীয় ৬:৫-১১ কল ২:১১-১২ (২) রোমীয় ৬:১২-১৪ (৩) রোমীয় ১২:১ ইফি ৫:১-২

প্রশ্ন ৪৪: কেন সেখানে যুক্ত হইয়াছে: তিনি পরলোকে নামিলেন?

উ: ১) আমার চরম দুঃখগুলি ও প্রলোভনগুলির মধ্যে আমি যেন নিশ্চিত হতে পারি এবং সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হতে পারি যে ........ ..........................................................................................

প্রশ্ন ৪৫: খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আমাদেরকে কেমন উপকৃত করে?

উ: ১) প্রথম, তাঁহার পুনরুত্থান দ্বারা তিনি মৃত্যুর উপর বিজয়ী হইয়াছেন, সুতরাং তিনি আমাদের প্রস্তুত করিয়াছেন ধার্মিকতাতে সহভাগিতা করতে যা তিনি তাঁহার মৃত্যুর দ্বারা আমাদের জন্য অর্জন করিয়াছিলেন, (২) দ্বিতীয় তাঁহার ক্ষমতা দ্বারা আমরাও এক নূতন জীবনে উত্থাপিত হইয়াছি (৩) তৃতীয় খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হল আমাদের কাছে আমাদের গৌরবময় পুনরুত্থানের এক নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা।

১) রোমীয় ৪:২৫ ১-করি ১৫:১৬-২০ ১-পিতর ১:৩-৫ (২) রোমীয় ৬:৫-১১ ইফি ২:৪-৬ কল ৩:১-৪ (৩) রোমীয় ৮:১১ ১-করি ১৫:১২-২৩ ফিলি ৩.২০-২১

প্রশ্ন ৪৬: আপনি কি স্বীকার করেন যখন আপনি বলেন: তিনি স্বর্গে আরোহন করিয়াছেন?

উ: ১) ওই খ্রীষ্ট, তাঁহার শিষ্যদের চোখের সামনে, স্বর্গেতে পৃথিবী হইতে তুলে নেওয়া হইয়াছে (২) এবং যে তিনি আমাদের

উপকারার্থে সেখানে আছেন, (৩) যতক্ষণ না তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আবার আসছেন।

১) মার্ক ১৬:১৯ লূক ২৪:৫০-৫১ প্রেরিত ১:৯-১১ (২) রোমীয় ৮:৩৪ ইব্রীয় ৪:১৪, ৭:২৩-২৫, ৯:২৪ (৩) মথি ২৪:৩০, প্রেরিত ১:১১

প্রশ্ন ৪৭: তাহলে কি খ্রীষ্ট পৃথিবী শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই, যেমন তিনি আমাদের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন?

উ: ১) খ্রীষ্ট হলেন সত্য মানুষ ও সত্য ঈশ্বর (২) তাঁহার মানব প্রকৃতিকে সন্মান দিয়ে তিনি পৃথিবীতে আর নেই (৩) কিন্তু তাঁহার ঐশ্বরত্ব, মহিমা, অনুগ্রহ এবং আত্মাকে সন্মান দিয়ে তিনি কোনমতে আমাদের কাছে অনুপস্থিত নন।

১) মথি ২৮:২০ (২) মথি ২৬:১১ যোহন ১৬:২৮, ১৭:১১ প্রেরিত ৩:১৯-২১ ইব্রীয় ৮:৪ (৩) মথি ২৮:১৮-২০ যোহন ১৪:১৬-১৯, ১৬:১৩

প্রশ্ন ৪৮: কিন্তু খ্রীষ্টে দুটি ব্যক্তি সত্ত্বা একে অপর থেকে পৃথক করা যায় না যদি তাঁহার মানব প্রকৃতি / সত্ত্বা বর্তমান নয় যে কোন স্থানে কি তাঁহার ঐশ্বরত্ব আছে?

উ: ১) কোন মতে নয়, কারণ তাঁহার ঐশ্বরত্বে কোন সীমা নেই এবং প্রত্যেক স্থানে বর্তমান (২) সুতরাং ইহা অবশ্যই অনুসরণ করবে যে তাঁহার ঐশ্বরত্ব হল বস্তুতঃ মানব সত্ত্বা ছাড়িয়ে যেটাকে তুলে নেওয়া হইয়াছে এবং তথাপি ইহা এই মানব সত্ত্বার মধ্যে এবং ইহার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে।

১) যির ২৩:২৩-২৪ প্রেরিত ৭:৪৮-৪৯ (২) যোহন ১:১৪, ৩:১৩ কল ২:৯

প্রশ্ন ৪৯: খ্রীষ্টের স্বর্গারোহন আমাদেরকে কেমন উপকৃত করে?

উ: ১) প্রথম, তিনি হলেন স্বর্গে তাঁহার পিতার সন্মুখে আমাদের একজন উকিল, (২) দ্বিতীয়, স্বর্গে আমাদের দেহ আছে এক নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা হিসাবে যে তিনি, আমাদের মস্তক, আমাদেরকে তাঁহার সদস্য তাঁহার কাছে তুলিয়া লইবেন (৩) তৃতীয়, তিনি তাঁহার আত্মাকে পাঠাইয়াছেন এক প্রতিরূপ প্রতিজ্ঞা হিসাবে, (৪) যার ক্ষমতা দ্বারা আমরা উর্দ্ধস্থ বিষয় সকলে দৃষ্টি করি যেখানে ঈশ্বরের ডান দিকে খ্রীষ্ট বসিয়া আছেন এবং পৃথিবীর বিষয় সকলে দৃষ্টি করি না।

১) রোমীয় ৮:৩৪ ১-যোহন ২:১ (২) যোহন ১৪:২, ১৭:২৪ ইফি ২:৪-৬ (৩) যোহন ১৪:১৬ প্রেরিত ২:৩৩ ২-করি ১:২১-২২, ৫:৫ (৪) কল ৩:১-৪

প্রশ্ন ৫০: এবং ঈশ্বরের দক্ষিনে বসিয়া আছেন, ইহা কেন যুক্ত করা হইয়াছে?

উ: ১) মণ্ডলীর মস্তক হিসাবে সেখানে খ্রীষ্ট নিজেকে প্রকাশ করতে স্বর্গে আরোহন করিয়াছেন, (২) যাঁহার মধ্য দিয়ে পিতা সমস্ত কিছুকে পরিচালনা করেন।

১) ইফি ১:২০-২৩ কল ১:১৮ (২) মথি ২৮:১৮ যোহন ৫:২২-২৩

প্রশ্ন ৫১: আমাদের মস্তক / প্রধান, খ্রীষ্টের গৌরব কেমন করে আমাদেরকে উপকৃত করে?

উ: ১) প্রথম, তাঁহার পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি আমাদের তাঁহার সদস্যদের উপরে স্বর্গীয় উপহারগুলি বর্ষান (২) দ্বিতীয়, তাঁহার ক্ষমতা দ্বারা তিনি আমাদেরকে সমস্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিহত এবং রক্ষা করেন।

১) প্রেরিত ২:৩৩ ইফি ৪:৭-১২ (২) গীত ২:৯, ১১০:১-২ যোহন ১০:২৭-৩০ প্রকা ১৯:১১-১৬

প্রশ্ন ৫২: আপনার কাছে ইহা কি সান্ত্বনা যে খ্রীষ্ট জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন?

উ: ১) আমার সমস্ত দুঃখ ও অত্যাচারেতে আমি আমার মাথা উচু কতর এবং স্বর্গে ঠিক একই ব্যক্তি হইতে বিচারক হিসাবে ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করি যিনি আমার উদেশ্যের জন্য ঈশ্বরের বিচারে নিজেকে পূর্বে সমর্পিত করিয়াছে এবং আমা হইতে সমস্ত অভিশাপ সরিয়ে দিয়েছেন (২) তিনি অনন্ত দণ্ডাজ্ঞাতে তাঁহার ও আমার সমস্ত শত্রুদের নিক্ষেপ করবে, কিন্তু তিনি স্বর্গস্থ আনন্দ ও গৌরবে নিজের কাছে আমাকে ও তাঁহার মনোনীতদের লইবেন।

১) লূক ২১:২৮, রোমীয় ৮:২২-২৫ ফিলি ৩:২০-২১ তীত ২:১৩-১৪ (২) মথি ২৫:৩১-৪৬ ১-থিষল ৪:১৬-১৭ ২-থিষল ১:৬-১০

প্রশ্ন ৫৩: পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আপনি কি বিশ্বাস করেন?

উ: ১) প্রথম, তিনি হলেন সত্য এবং অনন্ত ঈশ্বর, পিতা এবং পুত্রের সহিত সংযুক্ত (২) দ্বিতীয়, আমাকে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, (৩) আমাকে প্রস্তুত করে সত্য বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্টেতে এবং তাঁহার সমস্ত উপকারে সহভাগিতা করি (৪) আমাকে সান্তনা দান করেন (৫) এবং আমার সঙ্গে চিরকাল বাস করে।

১) আদি ১:১-২ মথি ২৮:১৯ প্রেরিত ৫:৩-৪ ১-করি ৩:১৬ (২) ১-করি ৬:১৯ ২-করি ১:২১-২২ গালা ৪:৬ ইফি ১:১৩ (৩) গালা ৩:১৪ ১-পিতর ১:২ (৪) যোহন ১৫:২৬ প্রেরিত ৯:৩১ (৫) যোহন ১৪:১৬-১৭ ১-পিতর ৪:১৪

প্রশ্ন ৫৪: পবিত্র সর্বজনীন খ্রীষ্টান মণ্ডলী সম্পর্কে আপনি কি বিশ্বাস করেন?

উ: ১) আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের পুত্র (২) সমস্ত মানব জাতী হইতে (৩) পৃথিবীর আরম্ভ হইতে ইহার শেষ পর্যন্ত (৪) তাঁহার নিজের জন্য একত্রিত, প্রতিহত, এবং রক্ষা করে (৫) তাঁহার আত্মা ও বাক্যের দ্বারা (৬) প্রকৃত বিশ্বাসের ঐক্যে (৭) এক মণ্ডলী অনন্ত জীবনে মনোনীত (৮) এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমি (৯) এবং ইহার এক জীবন্ত সদস্য হিসাবে চিরকাল থাকবো।

১) যোহন ১০:১১ প্রেরিত ২০:২৮ ইফি ৪:১১-১৩ কল ১:১৮ (২) আদি ২৬:৪ প্রকা ৫:৯ (৩) যিশা ৫৯:২১ ১-করি ১১:২৬ (৪) গীত ১২৯:১-৫ মথি ১৬:১৮ যোহন ১০:২৮-৩০ (৫) রোমীয় ১:১৬, ১০:১৪-১৭ ইফি ৫:২৬ (৬) প্রেরিত

২:৪২-৪৭ ইফি ৪:১-৬ (৭) রোমীয় ৮:২৯ ইফি ১:৩-১৪ (৮) ১-যোহন ৩:১৪, ১৯-২১ (৯) গীত ২৩:৬ যোহন ১০:২৭-২৮ ১-করি ১:৪-৯ ১-পিতর ১:৩-৫

প্রশ্ন ৫৫: সাধুদের সহভাগিতা সম্পর্কে আপনি কি বিশ্বাস করেন?

উ: ১) প্রথম , ইহা বিশ্বাস করি, সবাই এবং প্রত্যেকে খ্রীষ্টের সদস্য হিসাবে তাঁহার সহিত সহভাগিতা আছে এবং তাঁহার সমস্ত সম্পদ ও উপহারগুলি সহভাগিতা করি, (২) দ্বিতীয়, ইহা প্রত্যেকে অন্য সদস্যদের ভালো এবং উপকারের জন্য তাঁহার উপহারগুলি ব্যবহার করতে কর্তব্যনুরোধ।

১) রোমীয় ৮:৩২ ১-করি ৬:১৭, ১২:৪-৭,১২,১৩ ১-যোহন ১:৩ (২) রোমীয় ১২:৪-৮ ১-করি ১২:২০-২৭, ১৩:১-৭ ফিলি ২:৪-৮

প্রশ্ন ৫৬: পাপের ক্ষমা সম্পর্কে আপনি কি বিশ্বাস করেন?

উ: ১) আমি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর আমার পাপ স্মরণে আনবেন না, খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিতের কারণে (২) এমনকি আমার পাপপূর্ণ স্বভাবও নয় যাহার বিরুদ্ধে আমি আমার সমস্ত জীবনে সংগ্রহ করতে হয়েছে (৩) কিন্তু তিনি আমাকে খ্রীষ্টের ধার্মিকতা মহিমান্বিত ভাবে অনুমোদন করবেন যে আমি যেন কখন দণ্ডাজ্ঞাতে না আসি।

১) গীত ১০৩:৩-৪,১০,১২ মীখা ৭:১৮-১৯ ২-করি ৫:১৮-২১ ১-যোহন ১:৭, ২:২ (২) রোমীয় ৭:২১-২৫ (৩) যোহন ৩:১৭-১৮, ৫:২৪ রোমীয় ৮:১-২

প্রশ্ন ৫৭: দেহের পুনরুত্থান আপনাকে কি সান্তনা দান করেন?

উ: ১) কেবলমাত্র আমার আত্মা এই জীবনের পরেই খ্রীষ্ট, আমার প্রধানে, তুলে নেওয়া হবে তাই নয় (২) কিন্তু আবার আমার এই দেহ, খ্রীষ্টের ক্ষমতার দ্বারা উত্থাপিত হবে, আমার আত্মার সহিত পুনসংযুক্ত হবে এবং খ্রীষ্টের গৌরবময় দেহের মত হবে।

১) লূক ১৬:২২, ২৩:৪৩ ফিলি ১:২১-২৩ (২) যাকোব ১৯:২৫-২৬ ১-করি ১৫:২০, ৪২-৪৬, ৫৪ ফিলি ৩:২১ ১-যোহন ৩:২

প্রশ্ন ৫৮: অনন্ত জীবন সম্পর্কে এই সূত্র হইতে আপনি কি সান্তনা গ্রহণ করেন?

উ: ১) যেহেতু আমি আমার হৃদয়ে আগে থেকেই অনন্ত জীবনের আনন্দ অনুভব করি, (২) আমি এই জীবনের পরে প্রকৃত আশির্বাদ অধিকার করবো এমন বিষয় কোন চোখ দেখেনি, এমনকি শোনেনি, এমনকি মানুষের হৃদয় বোধগম্য নয় — এক আশির্বাদ যার মধ্যে দিয়ে অনন্তকাল ঈশ্বরের গৌরব হবে।

১) যোহন ১৭:৩ রোমীয় ১৪:১৭ ২-করি ৫:২,৩ (২) যোহন ১৭:২৪ ১-করি ২:৯

প্রশ্ন ৫৯: কিন্তু আপনাকে এখন ইহা কি সাহায্য করবে যে আপনি এই সমস্ত বিশ্বাস করেন?

উ: ১) খ্রীষ্টেতে আমি ঈশ্বরের সন্মুখে ধার্মিক এই এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী।

১) ইব্রীয় ২:৪ যোহন ৩:৩৬ রোমীয় ১:১৭, ৫:১-২

প্রশ্ন ৬০: কেমন করে আপনি ঈশ্বরের সন্মুখে ধার্মিক?

উ: ১) একমাত্র যীশু খ্রীষ্টে প্রকৃত বিশ্বাস দ্বারা (২) যদিও আমার অনুভূতি করে যে আমি ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞার বিরুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পাপ করিয়াছি, আজ্ঞার একটিও পালন করতে পারিনি (৩) এবং এখনও সমস্ত মন্দতাতে ঝুঁকি (৪) তবুও ঈশ্বর, আমার নিজের কোন গুণ/প্রশংসা ছাড়া (৫) পবিত্র অনুগ্রহ হইতে (৬) আমাতে আরোপ করেছেন প্রকৃত খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা, (৭) তিনি আমাতে এই সকল অনুমোদন করেছেন যেন আমি কখনও কোন পাপে সমর্পিত হইতে হয়নি এবং যেন আমি নিজে সমস্ত বাধ্যতা সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল যা খ্রীষ্ট আমার জন্য প্রতিদান দিয়াছেন, (৮) যদি আমি একমাত্র এক হৃদয়পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এই উপহার গ্রহণ করি।

১) রোমীয় ৩:২১-২৮ গালা ২:১৬ ইফি ২:৮-৯ ফিলি ৩:৮-১১ (২) রোমীয় ৩:৯-১০ (৩) রোমীয় ৭:২৩ (৪) দ্বি. বি. ৯:৬ যিহি ৩৬:২২ তীত ৩:৪-৫ (৫) রোমীয় ৩:২৪ ইফি ২:৮ (৬) রোমীয় ৪:৩-৫ ২-করি ৫:১৭-১৯ ১-যোহন ২:১-২ (৭) রোমীয় ৪:২৪-২৫ ২-করি ৫:২১ (৮) যোহন ৩:১৮ প্রেরিত ১৬:৩০-৩১ রোমীয় ৩:২২

প্রশ্ন ৬১: আপনি কেন বলেন যে আপনি একমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক?

উ: ১) ইহা নয় যে আমি আমার বিশ্বাসের যোগ্যতার গুণের উপর ঈশ্বরের কাছে গ্রহণ যোগ্য, কারণ একমাত্র খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সন্মুখে আমার ধার্মিকতা। (২) আমি এই ধার্মিকতা গ্রহণ করতে পারি এবং ইহা আমার নিজের একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা প্রস্তুত করি/লাভ করি।

১) ১-করি ১:৩০-৩১, ২:২ (২) রোমীয় ১০:১০ ১-যোহন ৫:১০-১২

প্রশ্ন ৬২: কিন্তু আমাদের ভাল কার্যগুলি অথবা ইহার কমপক্ষে একটি অংশ ঈশ্বরের সন্মুখে আমাদের ধার্মিকতা হতে পারে না?

উ: ১) কারণ ধার্মিকতাটি যা ঈশ্বরের বিচারের সন্মুখে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হবে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার সহিত সম্পূর্ণ চুক্তির মধ্যে (২) পক্ষান্তরে এমনি এই জীবনে আমাদের ভাল কার্যগুলি হল সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং পাপের সহিত কলুষিত।

১) দ্বি. বি. ২৭:২৬ গালা ৩:১০ (২) যিশা ৬৪:৬

প্রশ্ন ৬৩: কিন্তু আমাদের ভাল কার্যগুলি কি কিছুই অর্জন করে না এমনকি ঈশ্বর তাহাদেরকে এই জীবনে ও পরে পুরস্কার দিতে প্রতিজ্ঞা করে?

উ: ১) এই পুরস্কার অর্জিত নয়, (২) ইহা অনুগ্রহের দান

১) মথি ৫:১২ ইব্রীয় ১১:৬ (২) লূক ১৭:১০ ২-তীম ৪:৭-৮

প্রশ্ন ৬৪: এই শিক্ষা মানুষকে অমনোযোগী এবং মন্দ মানুষে কি পরিণত করে না?

উ: ১) না, ইহা অসম্ভব যে যারা সত্য বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্টেতে গ্রোথীত হইয়াছে ধন্যবাদপূর্ণ কলগুলি আনবে না।

১) মথি ৭:১৮ লূক ৬:৪৩-৪৫ যোহন ১৫:৫

প্রশ্ন ৬৫: তাহলে যখন বিশ্বাস একমাত্র খ্রীষ্টে এবং তাঁহার সমস্ত উপকারগুলিতে সহভাগিতা করতে প্রস্তুত করে তখন কোথা হইতে এই বিশ্বাস আসে?

উ: ১) পবিত্র আত্মা (২) যিনি ইহা সুসমাচারের প্রচারের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে কার্য করে (৩) এবং (সংস্কার) বিধির ব্যবহার দ্বারা ইহাকে শক্তি দেয়।

১) ১-যোহন ৩:৫ ১-করি ২:১০-১৪; ইফি ২:৮; ফিলি ১:২৯ (২) রোম ১০:১৭; ১-পিতর ১:২৩-২৫ (৩) মথি ২৮:১৯-২০; ১-করি ১০:১৬

প্রশ্ন ৬৬: বিধি / সংস্কারগুলি কি কি?

উ: ১) সংস্কারগুলি হল পবিত্র, দৃশ্য চিহ্নগুলি এবং মুদ্রাঙ্গগুলি। তাহারা ঈশ্বর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল সুতরাং তাহারা ঈশ্বর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল সুতরাং তাহাদের ব্যবহার দ্বারা তিনি সুসমাচারের প্রতিজ্ঞাতে অবশ্যই আমাদেরকে আরও সম্পূর্ণভাবে ঘোষণা এবং মুদ্রাঙ্ক করে (২) এবং ইহা হল প্রতিজ্ঞা: যে ঈশ্বর গৌরবোজ্জ্বলভাবে আমাদেরকে অনন্ত জীবন ও পাপের ক্ষমা অনুমোদন করে কারণ ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের একটি বলিদানে কার্যসম্পাদিত হইয়াছে।

১) আদি ১৭:১১; দ্বি.বি. ৩০:৬; রোম ৪:১১ (২) মথি ২৬:২৭,২৮; প্রেরিত ২:৩৮; ইব্রীয় ১০:১০

প্রশ্ন ৬৭: তাহলে কি বাক্য এবং সংস্কারগুলি উভয়ই আমাদের বিশ্বাস ক্রুশের উপরে যীশু খ্রীষ্টের বলিদানের উপরে কেন্দ্রবিন্দু করতে অভিপ্রায় হইয়াছে যেমন আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র ভূমি?

উ: ১) হ্যাঁ, বস্তুত পবিত্র আত্মা সুসমাচারে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় এবং সংস্কারগুলি দ্বারা নিশ্চিত করে যে আমাদের সমস্ত পরিত্রাণ ক্রুশের উপরে আমাদের জন্য খ্রীষ্টের এক বলিদানের উপরে স্থাপিত।

১) রোম ৬:৩; ১-করি ১১:২৬; গালা ৩:২৭

প্রশ্ন ৬৮: খ্রীষ্ট নূতন নিয়মে কতগুলি সংস্কার স্থাপন করিয়াছেন?

উ: ১) দুইটি: পবিত্র বাপ্তিষ্ম ও পবিত্র প্রভুর ভোজ।

১) মথি ২৮:১৯-২০; ১-করি ১১:২৬; গালা ৩:২৭

প্রশ্ন ৬৯: কিভাবে পবিত্র বাপ্তিষ্ম তোমার জীবনে তাৎপর্য বহন করবে এবং তোমার জীবনকে মুদ্রাঙ্কিত করবে, ক্রুশের উপর খ্রীষ্টের উৎসর্গ কিভাবে তোমাকে উপকার করবে?

উ: এই পদ্ধতিতে: খ্রীষ্ট এই বাহ্যিক ধৌতকৃত স্থাপন করেছিলেন (মথি ২৮:২৯) এবং ইহার দ্বারা তিনি প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলেন যে, নিশ্চিত ভাবে জল দেহ থেকে সমস্ত নোংরা ধুয়ে ফেলে, সুতরাং নিশ্চিত তাঁহার রক্ত এবং অগ্নি আমাদের মন হইতে সমস্ত নোংরা বিষয় ধুয়ে দেয়। যাহা হল আমার সমস্ত পাপসমূহ (মথি ৩:১১; মার্ক ১৬:১৬; যোহন ১:৩৩; প্রেরিত ২:৩৮; রোম ৬:৩,৪; ১-পিতর ৩:২১)।

প্রশ্ন ৭০: খ্রীষ্টের রক্ত এবং অগ্নি দ্বারা ধৌতকৃত হওয়া বলতে কি বোঝায়?

উ: খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা ধৌতকৃত হওয়া বলতে বোঝায় ঈশ্বর হইতে পাপের ক্ষমা লাভ অনুগ্রহের দ্বারা কারণ খ্রীষ্টের রক্তের জন্য, ক্রুশের উপর নিজেকে উৎসর্গের দ্বারা তিনি আমাদের জন্য তাঁর পবিত্র রক্ত ঝড়িয়ে ছিলেন। (যিহি ৩৬:২৫; সখ ১৩:১, ইফি ১:৭, ইব্রীয় ১২:২৪; ১-ম পিতর ১:২; প্রকা ১:৫; ৭:১৪)। আত্মা দ্বারা ধৌতকৃত হওয়ার অর্থ হল, পবিত্র আজ্ঞা দ্বারা নতুনীকরণ এবং খ্রীষ্টের পবিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হওয়া, এই জন্য আরো অধিক পরিমানে পাপে মৃত হই এবং পবিত্র দাগবিহীন জীবন যাপন করব ( যোহন ৩:৫-৮; রোম ৬:৪, ১-করি ৬:১১, কল ২:১১-১২)।

প্রশ্ন ৭১: খ্রীষ্ট কোথায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁর রক্ত এবং আত্মা দ্বারা আমাদিগকে ধৌতকৃত করবেন, নিশ্চিতরূপে আমরা কি জলে বাপ্তিস্মের দ্বারা ধৌতকৃত হয়েছি?

উ: বাপ্তিস্মের নিয়ম প্রণালীর মধ্যে যেখানে তিনি বলেছেন: অতএব তোমরা গিয়া সমূদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর (মথি ২৮:১৯)। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয় সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে (মার্ক ১৬:১৬)। এই প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল যেখানে শাস্ত্র আহ্বান করে পুনজন্ম স্নানের দ্বারা বাপ্তাইজিত হওয়ার এবং পাপ থেকে ধৌতকৃত হওয়ার (তীত ৩ঃ৫; প্রেরিত ২২:১৬)।

প্রশ্ন ৭২: জল দিয়ে বহির্দিকে ধৌতকরণে কি পাপ ধৌতকৃত হয়?

উ: না, কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত এবং পবিত্র আত্মা আমাদিগকে সমস্ত পাপ থেকে পরিস্কৃত করে (মথি ৩:১১; ১-পিতর ৩:২১; ১-যোহন ১:৭)।

প্রশ্ন ৭৩: তাহলে কেন পবিত্র আত্মা পুনঃজন্ম স্নানের দ্বারা বাপ্তাইজিত হওয়ার এবং পাপ থেকে ধৌতকৃত হওয়ার জন্য আহ্বান করে?

উ: উত্তম কারণের জন্য ঈশ্বর এই ভাবে কথা বলেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দিতে চান যেমন ভাবে জল আমাদের শরীর থেকে ময়লা সমূহ দূরীভূত করে ঠিক তেমনি ভাবে খ্রীষ্টের রক্ত এবং আত্মা আমাদের সমস্ত পাপ দূরে সরিয়ে দেয় (১-করি ৬:১১; প্রকা ১:৫; ৭:১৪)। কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তিনি আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে চান এই স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞা এবং চিহ্নের দ্বারা যে আমরা আত্মিক দিক দিয়ে সত্যিকারে আমাদের পাপ থেকে পরিস্কৃত হয়েছি যেমন আমরা জল দ্বারা শারীরিক ভাবে ধৌতকৃত হই (মার্ক ১৬:১৬; প্রেরিত ২:৩৮; রোম ৬:৩,৪; গালা ৩:২৭)।

প্রশ্ন ৭৪: শিশুরাও কি বাপ্তাইজিত হইবে?

উ: হ্যাঁ, শিশুরা এবং বয়স্করা উভয় ঈশ্বরের সন্ধির এবং জনসভার অধিকারভুক্ত হয়েছে (আদি ১৭:৭; মথি ১৯:১৪)। খ্রীষ্টের রক্তের সাহায্যে পাপ থেকে পরিত্রাণ এবং পবিত্র আত্মা, যিনি বিশ্বাসের কার্য করেন তিনি উভয়ের সঙ্গে সমান প্রতিজ্ঞা করেছেন (গীত ২২:১১; যিশা ৪৪:১-৩; প্রেরিত ২:৩৮,৩৯; ১৬:৩১)। অতএব বাপ্তিষ্ম হল সন্ধির চিহ্ন স্বরূপ বাপ্তিষ্ম গ্রহণের দ্বারা তাহারা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সহিত যুক্ত থাকবে এবং নিজেদেরকে অবিশ্বাসীদের সন্তানদের থেকে পৃথক রাখবে ( প্রেরিত ১০:৪৭; ১-করি ৭:১৪)। এই সন্ধি পুরাতন নিয়মে ত্বকচ্ছেদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল (আদি ১৭:৯-১৪)। নূতন নিয়মে ত্বকচ্ছেদের পরিবর্তে বাপ্তিষ্ম দ্বারা নূতন চুক্তি স্থাপিত হয়েছে (কল ২:১১-১৩)।

প্রশ্ন:৭৫: কিভাবে প্রভুর ভোজের অর্থ প্রকাশ করবে এবং তুলি ক্রুশের উপর খ্রীষ্টেতে এক বলিদান এবং তাঁহার সমস্ত উপহারে বিনিময়ের দ্বারা কি ভাবে নিজেকে মুদ্রাঙ্কিত করবে?

উ: এই ভাবে খ্রীষ্ট আমাকে এবং সমস্ত বিশ্বাসীকে আদেশ করেছিলেন তাঁর দেহ স্বরূপ রুটি এবং রক্ত স্বরূপ দ্রাক্ষারস পান করার জন্য যেন তাঁহাকে স্বরণ করি; এই আদেশের সঙ্গে তিনি এই প্রতিজ্ঞাগুলি দিয়েছিলেন (মথি ২৬:২৬-২৮; মার্ক ১৪:২২-২৪; লূক ২২:১৯-২০; ১-করি ১১:২৩-২৫)। প্রথমতঃ নিশ্চিতভাবে আমি আমার চোখের দ্বারা দেখছি ঈশ্বরের রুটি আমার জন্য ভাঙ্গিলেন এবং পানপাত্র আমাকে দিলেন, সুতরাং নিশ্চিত ভাবে তিনি ক্রুশের উপরে তাঁর দেহকে আমার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র রক্তকে আমার জন্য ঝড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত: নিশ্চিতভাবে, আমি পালকের হস্ত হইতে রুটি এবং পানপাত্র গ্রহণ করি এবং আমার মুখের দ্বারা রুটি এবং পানপাত্রে স্থিত পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করি যাহা হল খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্তের চিহ্ন স্বরূপ। সুতরাং নিশ্চিতভাবে তিনি তাঁহার ক্রুশারোপিত দেহ এবং ঝড়ান রক্তের দ্বারা আমাকে অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমার আত্মাকে পালন করেন এবং পুনরায় সতেজ করেন।

প্রশ্ন ৭৬: খ্রীষ্টের ক্রুশারোপিত দেহ ভক্ষন এবং ছড়ানো রক্ত পান করার অর্থ কি?

উ: প্রথমতঃ বিশ্বস্ত হৃদয় দ্বারা সমস্ত দুঃখভোগ এবং খ্রীষ্টের মৃত্যুকে গ্রহণ করা এবং পাপ থেকে ক্ষমা লাভ এবং অনন্ত জীবন ভাল (যোহন ৬:৩৫, ৪০, ৫০-৫৪)। দ্বিতীয়ত: পবিত্র আত্মার সাহায্যে তাঁর পবিত্র দেহের সহিত অধিকতর রূপে সংযুক্ত হওয়া, যিনি খ্রীষ্ট এর আমাদিগের মধ্যেঢ় বাস করেন (যোহন ৬:৫,৫৬; ১-করি ১২:১৩)। অতএব যদিও খ্রীষ্ট স্বর্গে আছেন (প্রেরিত ১:৯-১১; ৩:২১; ১-করি ১১:২৬; কল ৩:১) এবং আমরা পৃথিবীর উপরে আছি, তথাপি আমরা তাঁহার মাংসের মাংস এবং অস্থির আছি (১-করি ৬:১৫, ১৭; ইফি ৫:২৯-৩০; ১-যোহন ৪:১৩), এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে চিরকাল বাস করব এবং এক আত্মা দ্বারা পরিচালিত হইব, যেমন আমাদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ এক আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় (যোহন ৬:৫৬-৫৮; ১৫:১-৬; ইফি ৪:১৫; ১-যোহন ৩:২৪)।

প্রশ্ন ৭৭: খ্রীষ্ট কোথায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি বিশ্বাসীবর্গকে তাঁহার পবিত্র রক্ত এবং দেহ দ্বারা প্রতিপালন এবং পুনরায় স্বতেজ করবেন, নিসন্দেহে তাঁহারা ভগ্নরুটি ভোজন করে এবং পানপাত্র থেকে পান করে তখন কি?

উ: প্রভুর ভোজের নিয়ম-প্রণালীর মধ্যে: ''প্রভু যীশু যে রাত্রীতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন, এবং ধন্যবাদ পূর্বক ভাঙ্গিলেন ও কহিলেন ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য আমার স্মরণার্থে ইহা করিও। সেই প্রকারে তিনি পান পাত্র লইয়া কহিলেন, ''এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম; তোমরা যতবার পান করিবে, আমার স্মরণার্থে ইহা করিও''। কারণ যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন কর এবং এই পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন (১-করি ১১:২৩-২৬); পৌল এই প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? কারণ অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটি, এক শরীর; কেননা আমরা সকলেই এক রুটির অংশী (১-করি ১০:১৬-১৭)।

প্রশ্ন ৭৮: রুটি এবং দ্রাক্ষারস কি সত্যিই খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্তে রূপান্তরিত হয়?

উ: না, ঠিক যেমন বাপ্তিস্মের জল খ্রীষ্টের রক্তে রূপান্তরিত হয় না, এবং ইহা নিজে পাপ ধৌতকৃত করে না কিন্তু সাধারণভাবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ (ইফি ৫:২৬; তীত ৩:৫), সুতরাং প্রভুর ভোজের রুটি খ্রীষ্টের দেহ হতে পারে না (মথি ২৬:২৬-২৯), তবুও ইহাকে বলা হয়েছে খ্রীষ্টের দেহ (১-করি ১০:১৬-১৭; ১১:২৬-২৮)। ইহা প্রকৃতির দ্বারা মিল রাখা হয়েছে এবং সংস্কারে ব্যবহার করা হয়েছে (আদি ১৭:১০-১১; যাত্রা ১২:১১, ১৩; ১-করি ১০:৩-৪; ১-পিতর ৩:২১)।

প্রশ্ন ৭৯: তাহা হইলে খ্রীষ্ট কেন রুটিকে তাঁহার দেহ এবং পানপাত্রকে তাঁহার রক্ত বলে সম্বোধন করেছেন? অথবা তাঁহার রক্তে নুতন নিয়মের চুক্তি বলেছেন? এবং কেন পৌল খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্তে সহভাগিতা করতে বলেছেন?

উ: উত্তম কারণের জন্য খ্রীষ্ট এই ভাবে বলেছিলেন: তিনি তাঁহার নৈশ ভোজের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতে চান যে, যেমন রুটি এবং দ্রাক্ষারস আমাদিগের এই অস্থায়ী জীবনকে পুষ্ট করে, সুতরাং তাঁহার ক্রুশারোপিত দেহ এবং পাতিত রক্ত অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের প্রাণের সত্য খাদ্য এবং পানিয় (যোহন ৬:৫১,৫৫)। কিন্তু এমনকি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তিনি এই দৃশ্য চিহ্ন এবং প্রতিজ্ঞার দ্বারা আমাদিগকে নিশ্চয়তা দিতে চান, প্রথম যে পবিত্র আত্মার কার্যের দ্বারা আমরা তাঁহার সত্য দেও এবং রক্তের বিনিময় করি নিশ্চিতরূপে তাঁহাকে স্মরণ করার জন্য আমরা এই সকল পবিত্র চিহ্ন সমূহ মুখের দ্বারা গ্রহণ করি (১-করি ১০:১৬-১৭; ১১:২৬)। এবং দ্বিতীয় তাঁহার সমস্ত দুঃখভোগ এবং বাধ্যতা নিশ্চিতরূপে আমাদের যেন আমরা ব্যক্তিগতভাবে দুঃখভোগ করি এবং আমাদের পাপের জন্য মূল্য দিই (রোম ৬:৫-১১)।

প্রশ্ন ৮০: প্রভুর ভোজ এবং পোপ সম্বোন্ধীয় মতবাদের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

উ: প্রভুর ভোজ আমাদিগের কাছে সাক্ষ্য দেয়, প্রথমত: খ্রীষ্টের একমাত্র বলিকৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সমস্ত পাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা পেয়েছি, যাহা তিনি প্রত্যেকের জন্য নিজেই ক্রুশের উপর সম্পাদন করেছিলেন (মথি ২৬:২৮; যোহন ১৯:৩০; ইব্রীয় ৭:২৭; ৯:১২,২৫-২৬; ১০:১০-১৮); এবং দ্বিতীয়ত: পবিত্র আত্মার দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের সহিত সংযুক্ত হয়েছি (১-করি ৬:১৭; ১০:১৬-১৭), যিনি এখন তাঁহার সত্য শরীরে স্বর্গে পিতার দক্ষিণে উপবিষ্ট হয়েছেন (যোহন ২০:১৭; প্রেরিত ৭:৫৫-৫৬; ইব্রীয় ১:৩; ৪:১), এবং সেই কারণে তিনি চান যে প্রকৃত ভজনাকারীরা তাঁর আরাধনা করে (যোহন ৪:২১-২৪; ফিলি ৩:২০; কল ৩:১; ১-থিসি ১:১০)।

কিন্তু পোপের মতবাদ শিক্ষা দেয়, প্রথমত: জীবিত এবং মৃতেরা খ্রীষ্টের দুঃখভোগের দ্বারা পাপের ক্ষমা পায় না, যদি না তিনি তাদের জন্য পুরোহিত দ্বারা প্রতিদিন উৎসর্গীকৃত না হন, এবং দ্বিতীয়তঃ খ্রীষ্ট দৈহিক ভাবে উপস্থিত রুটি এবং দ্রাক্ষারসের আকারে, এবং যেখানে তাহাকে আরাধনা করতে হবে। অতএব Mass হল ভিত্তিহীন কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের একমাত্র বলিদান এবং দুঃখভোগ অস্বীকার করে, এবং একটি ঘৃণ্য প্রতিমাপূজা।

প্রশ্ন ৮১: কাহারা প্রভুর ভোজের টেবিলে আসে?

উ: যাহারা তাদের নিজেদের দ্বারাই সত্যিকারে অসন্তুষ্ট কারণ তাদের পাপের জন্য তথাপি বিশ্বাস করে যে এই গুলি (পাপ) ক্ষমা হয়েছে, এবং তাদের অবশিষ্ট দুর্বলতা সমূহ খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং মৃত্যু দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে, এবং এছাড়াও যাহারা তাদের বিশ্বাস এবং তাদের জীবনে সংশোধন করে অধিক পরিমানে শক্তিশালী হতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কপটী এবং যাহারা অনুতাপের সহিত ভোজন এবং পাপ না করে তাহাদের উপর দণ্ডাজ্ঞা আসবে (১-করি ১০:১৯-২২; ১১:২৬-৩২)।

প্রশ্ন ৮২: এছাড়াও যাহারা প্রভুর ভোজে স্বীকৃত হয় তাহারা কি তাদের স্বীকারোক্তি এবং জীবনের দ্বারা দেখায় যে তাহারা সন্দেহবাদী এবং অধার্মিক?

উ: না, যাহারা দেখায় তাদের জন্য ঈশ্বরের চুক্তি অপবিত্র হইবে এবং তাঁহার ক্রোধের আগুন সমস্ত জনসভার বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত হবে (গীত ৫০:১৬; যিশা ১:১১-১৭; ১করি ১১:১৭-৩৪)। অতএব, খ্রীষ্টের আদেশ এবং তাঁহার প্রেরিতদের আদেশ অনুসারে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর কর্তব্য সেই ধরণের মানুষকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দ্বারা সীমার বাহিরে বর্জন করবে যতক্ষন না তাহারা নিজেদের জীবনে সংশোধিত হয়।

প্রশ্ন ৮৩: স্বর্গ রাজ্যের চাবিগুলি বলতে কি বোঝায়?

উ: পবিত্র সুসমাচারের প্রচার এবং মণ্ডলীর নিয়ম শৃঙ্খলা। এই দুষ্টির দ্বারা স্বর্গ রাজ্য বিশ্বাসীদের জন্য খুলে যায় এবং অবিশ্বাসীদের জন্য বদ্ধ হয়ে যায় (মথি ১৬:১৯; যোহন ২০:২১-২৩)।

প্রশ্ন ৮৪: সুসমাচার প্রচারের দ্বারা কি ভাবে স্বর্গ রাজ্য খুলে যাবে এবং বদ্ধ হবে?

উ: খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে, স্বর্গরাজ্য খুলে যাবে যখন প্রত্যেক বিশ্বাসীবর্গ ইহারে ঘোযনা করবে এবং জন সম্মুখে সাক্ষ্যদান করবে যে খ্রীষ্টের যোগত্য বা গুণের জন্য ঈশ্বর সত্যিকারে তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, প্রায় তাহারা সত্য বিশ্বাসের দ্বারা সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। স্বর্গরাজ্য বদ্ধ হবে, যখন সমস্ত অবিশ্বাসীবর্গ এবং কপটীগণ ইহার ঘোষণা করবে এবং সাক্ষ্য দান করবে, তখন ঈশ্বরের ক্রোধ এবং অনন্তকালীন দণ্ড তাহাদের উপর অবস্থান করবে, যতক্ষণ না তাহারা অনুতাপ করবে ততক্ষণ। এই সুসমাচারের সাক্ষ্য অনুসারে, ঈশ্বর বিচার করবেন উভয়ের এই জীবনের এবং আগত জীবনের (মথি ১৬:১৯; যোহন ৩:৩১-৩৬; ২০:২১-২৩)।

প্রশ্ন ৮৫: মণ্ডলীর নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য বদ্ধ হবে এবং খুলে যাবে?

উ: খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে, মানুষেরা যাহারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে কিন্তু মতবাদে অখ্রীষ্টানের ন্যায় দেখায় অথবা বিরক্তিকর রীতিতে জীবনে প্রথম ভর্ৎসিত হয়। যদি তাহারা তাদের ভুল অথবা পাপ সমূহ ত্যাগ না করে, তাহারা মণ্ডলীতে প্রাচীনদের কাছে অভিযুক্ত হবে। যদি তাহারা তাদের ভর্ৎসনার প্রতি মনোযোগ না করে, তাহলে তাহারা সংস্কার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হবে, এবং খ্রীষ্টীয় জনসভা থেকে তাহারা প্রাচীনদের দ্বারা বর্জিত হবে, এবং খ্রীষ্টের রাজ্য থেকে ঈশ্বর নিজেই তাদের বর্জন করবেন (মথি ১৮:১৫-২০; ১-করি ৫:৩-৫, ১১-১৩; ২-থিসি ৩:১৪-১৫)। যখন তাহারা প্রতিজ্ঞা করে এবং সত্য ........ দেখায় তখন তাহাদের পুনরায় খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসাবে এবং মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় (লূক ১৫:২০-২৪; ২-করি ২:৬-১১)।

প্রশ্ন ৮৬: যেহেতু আমরা খ্রীষ্টেতে অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের দুঃখ যাতনা থেকে মুক্তি পেয়েছি, আমাদের নিজেদের যোগ্যতা ছাড়াই, তথাপি কেন আমরা ভালো কাজ করব?

উ: কারণ খ্রীষ্ট, আমাদিগকে তাঁহার রক্তে দ্বারা পরিত্রাণ করেছেন, এছাড়াও আমাদিগকে পবিত্র আত্মা দ্বারা নূতনীকৃত করেছেন যেন আমরা তাঁহার ন্যায় হই, সেইজন্য আমাদের সমস্ত জীবন দিয়ে আমরা ঈশ্বরের উপকারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব (রোম ৬:১৩; ১২:১,২; ১-পিতর ২:৫-১০), এবং তিনি হয়ত আমাদের দ্বারা প্রশংসিত হবেন (মথি ৫:১৬; ১-করি ৬:১৯-২০)। অধিকতর যে আমরা আমাদিগের ফলের দ্বারা হয়নি বিশ্বাসে নিশ্চিত হব (মথি ৭:১৭-১৮; গালা ৫:২২-২৮, ২-পিতর ১:১০-১১)। এবং আমাদের জীবনের ধার্মিকতার পদ যাত্রার দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের জন্য আমাদের প্রতিবেশীকে জয় করতে পারব (মথি ৫:১৪-১৬; রোম ১৪:১৭-১৯; ১-পিতর ২:১২; ৩:১-২)।

প্রশ্ন ৮৭: যাহারা তাদের অকৃতজ্ঞ এবং অনুতপ্ত জীবনযাত্রা থেকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে না তাহারা কি উদ্ধার পেতে পারে?

উ: কোন মতে নহে, শাস্ত্র বলে লম্পট চরিত্রের ব্যক্তি, প্রতিমাপূজক, ব্যভিচার, চোর, লোভী, মাতাল, কটুভাষী, পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার পাইবে না (১-করি ৬:৯-১০; গালা ৫:১৯-২১; ইফি ৫:৫-৬; ১-যোহন ৩:১৪)।

প্রশ্ন ৮৮: সত্য অনুতাপ কি? অথবা মানুষের পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়?

উ: ইহা হল পুরাতন স্বভাবের মৃত্যু এবং নুতন জীবনে প্রবেশ (রোম ৬:১-১১; ১-করি ৫:৭; ২-করি ৫:১৭; ইফি ৪:২২-২৮; কল ৩:৫-১০)

প্রশ্ন ৮৯: পুরাতন স্বভাবের মৃত্যু বলতে কি বোঝায়?

উ: ইহা হৃদয়হীন মনদুঃখের দ্বারা ব্যথিত করে যে আমরা আমাদের পাপের দ্বারা ঈশ্বরকে বিরক্ত করিয়াছি, এবং অধিক পরিমানে ইহা ঘৃণা করি এবং থহা থেকে পলায়ন করি (গীত ৫১:৩,৪,১৭; যোয়েল ২:১২-১৩; রোম ৮:১২-১৩; ২-করি ৭:১০)।

প্রশ্ন ৯০: জীবনের নূতন স্বভাবে আসা বলতে কি বোঝায়?

উ: ইহা হল খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরে হৃদয়ের গভীর আনন্দানুভূতি (গীত ৫১:৮,১২; যিশা ৫৭:১৫; রোম ৫:১; ১৪:১৭), এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত ভালো কাজের মধ্যে প্রেম এবং পরম আনন্দে বাস করা (রোম ৬:১০-১১; গালা ২:২০)।

প্রশ্ন ৯১: কিন্তু ভালো কাজগুলি কি কি?

উ: কেবলমাত্র যেগুলি সত্য বিশ্বাস ছাড়াই সম্পন্ন করা হয়েছে (যোহন ১৫:৫; রোম ১৪:২৩; ইব্রীয় ১১:৬), ইশ্বরের ব্যবস্থানুসারে (লেবী ১৮:৪; ১-শমূ ১৫:২২; ইফি ২:১০), এবং তাঁহার গৌরব (১করি ১০:৩১), এবং যেগুলি আমাদের নিজের মতবাদের উপর ভিত্তি করে অথবা মানুষের নৈতিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করে নয় (দ্বি.বি. ১২:৩২; যিশাইয় ২৯:১৩; যিহি ২০:১৮-১৯; মথি ১৫:৭-৯)।

প্রশ্ন ৯২: সদাপ্রভুর ব্যবস্থা কি?

উ: ঈশ্বর সমস্ত বাক্যগুলি বলেছিলেন, বলেছেন: আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিশর দেশ হইতে দাসগৃহ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। (১) আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। (২) তুমি আপনার নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না, (২) অথবা উপরিস্থ স্বর্গে যে কোন জিনিস; (২) অথবা নীচস্থ পৃথিবীতে; (২) অথবা পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে; (২) তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; (২) কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী ঈশ্বর; (২) আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্ত্তাই, (২) তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত (২) যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, (২) কিন্তু তাহাদের সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়া পায়, (২) যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে। (৩) তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম লইও না, (৩) অনর্থক, (৩) কেননা সদাপ্রভু তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না (৩) যিনি তাঁহার নাম অনর্থক নেন। (৪) তুমি বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। (৪) ছয়দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও; (৪) কিনতু সপ্তমদিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন (৪) সেই দিন তুমি কোন কার্য করিও না, (৪) তুমি, অথবা তোমার পুত্র অথবা তোমার কন্য। (৪) তোমার দাস অথবা দাসী (৪) অথবা তোমার পশু, (৪) অথবা তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী; কেহ কোন কার্য করিও না; (৪) কেননা ছয় দিনে সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, (৪) সমুদ্র এবং সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু, (৪) এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; (৪) এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রাম দিনকে আশীর্বাদ করিলেন (৪) এবং ইহা পবিত্র করিলেন। (৫) তোমার পিতাকে এবং মাতাকে সমাদার করিও (৫) যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়, (৫) তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে। (৬) তুমি নরহত্যা করিও না, (৭) তুমি ব্যভিচার করিও না। (৮) তুমি চুীর করিও না, (৯) তুমি তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। (১০) তুমি তোমার প্রতিবাসীর স্ত্রীতে লোভ করিও না, (১০) অথবা, তাহার দাসে অথবা তাহার দাসীতে, (১০) অথবা তাহার গোরুতে অথবা তাহার গর্দ্দভে (১০) অথবা তোমার প্রতিবাসীর কোন বস্তুতে লোভ করিও না (যাত্রা ২০:১-১৭; দ্বি. বি. ৫:৬-২১)।

প্রশ্ন ৯৩: এই আজ্ঞাগুলি কিভাবে বিভক্ত?

উ: দুটি অংশের মধ্যে। প্রথমটি আমাদিগকে শিক্ষা দেয় কিভাবে বসবাস করব ঈশ্বরে সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা; দ্বিতীয়টি শিক্ষা দেয়, আমাদের প্রতিবাসীর প্রতি আমাদের কর্তব্যেবাধিত থাকা (মথি ২২:৩৭-৪০)

প্রশ্ন ৯৪: প্রথম আজ্ঞায় ঈশ্বর কি দাবি করেছেন?

উ: আমার বাস্তবিক পরিত্রাণের জন্য আমি প্রতিমা পূজাকে এড়িয়ে যাব এবং পলায়ন করব (১-করি ৬:৯-১০; ১০:৫-১৪; ১-যোহন ৫:২১), যাদুবিদ্যা, কুসংস্কার (লেবী ১৯:৩১; দ্বি.বি. ১৮:৯-১২) এবং সাধুগণের প্রতি প্রার্থনা অথবা অন্য সৃষ্ট বস্তুর প্রতি (মথি ৪:১০; প্রকা ১৯:১০; ২২:৮-৯), অধিকতর, যে আমি কেবল সত্য ঈশ্বরকে মানতে পেরেছি (যোহন ১৭:৩) একাকি তাহাকে বিশ্বাস করি (যির ১৭:৫,৭) সমস্ত নম্রতার সঙ্গে তাহার কাছে সমর্পন করি (১-পিতর ৫:৫-৬) এবং সহিষ্ণুতা (রোম ৫:৩,৪; ১-করি ১০:১০; ফিলি ২:১৪ কল ১:১১; ইব্রীয় ১০:৩৬), কেবলমাত্র তাঁহার কাজ থেকে সমস্ত ভালো বিষয় আশা করি (গীত ১০৪:২৭,২৪; যিশা ৪৫:৭; যাকোব

১:১৭) এবং প্রেম (দ্বি.বি. ৬:৫; মথি ২২:৩৭), ভয় (দ্বি.বি. ৬:২; গীত ১১১:১০; হিতো ১:৭; ৯:১০; মথি ১০:২৮; ১-পিতর ১:১৭) এবং তাহাকে সম্মান করি (দ্বি.বি. ৬:১৩; মথি ৪:১০; দ্বি.বি. ১০:২০) আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমি সমস্ত সৃষ্টবস্তুকে পরিত্যাগ করি বরং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সব ক্ষুদ্রতম জিনিস রয়েছে (মথি ৫:২৯,৩০; ১০:৩৭-৩৯; প্রেরিত ৫:২৯)।

প্রশ্ন ৯৫: প্রতিমাপূজা কি?

উ: প্রতিমাপূজা হল কোন কিছু নিজের বলে গ্রহণ করা অথবা আবিষ্কার করা যাহার উপর আমাদের আস্তা স্থাপন করি সত্য ঈশ্বরের পরিবর্তে কেবল যিনি নিজেকে তাঁর বাক্যেতে প্রকাশ করেছেন (১-বংশা ১৬:২৬; গালা ৪:৮,৯; ইফি ৫:৫; ফিলি ৩:১৯)

প্রশ্ন ৯৬: দ্বিতীয় আজ্ঞায় ঈশ্বর কি দাবি করেছেন?

উ: যে কোন ভাবে আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরী না করি (দ্বি.বি. ৪:১৫-১৯; যিশাইয় ৪০:১৮-২৫; প্রেরিত ১৭:২৯; রোম ১:২৩) তিনি তাঁহার বাক্যে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তার থেকে অন্য কোন রীতিতে যেন তাঁহার আরাধনা না করি (লেবী ১০:১-৭; দ্বি.বি. ১২:৩০; ১-শমূ ১৫:২২,২৩; মথি ১৫:৯; যোহন ৪:২৩-২৪)।

প্রশ্ন ৯৭: তাহলে আমরা কি কোন প্রতিমূর্তি নির্মান করতে পারব না?

উ: যে কোন ভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অঙ্কন করে ঈশ্বরকে প্রতীয়মান করতে পারা যায় না। হয়ত সৃষ্টবস্তুর প্রতিমুর্তি অঙ্কন করা যায়, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে নিষেধ করেছেন আমরা যেন তাদের কোন প্রতিমূর্তি নির্মাণ না করি অথবা না রাখি তাদের আরাধনা করার জন্য অথবা তাদের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য (যাত্রা ৩৪:১৩,১৪,১৭; গণনা ৩৩:৫২ ২-রাজা ১৮:৪,৫; যিশা ৪০:২৫)।

প্রশ্ন ৯৮: কিন্তু, মণ্ডলীতে প্রতিমূর্তিসমূহ কি ব্যবহার করা বা সহ্য করা যেতে পারে না যেমন "অযাজকদের জন্য পুস্তকসমূহ"?

উ: না, কারণ আমরা ঈশ্বরের থেকে বেশী জ্ঞানী হব না। তিনি চান তাঁর লোকেরা যেন বোবা প্রতিমূর্তি সমূহের দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত না হন (যির ১০:৪; ইব্রীয় ২:১৮-২০) কিন্তু তাঁর বাক্যের প্রাণদায়ী প্রচারের দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হন (রোম ১০:১৪,১৫,১৭; ২-তীম ৩:১৬,১৭; ২-পিতর ১:১৯)।

প্রশ্ন ৯৯: তৃতীয় আজ্ঞায় কী দাবি করা হয়েছে?

উ: আমরা অভিশাপ (লেবী ২৪:১০-১৭), মিথ্যা শপথ করার (লেবী ১৯:১২) দ্বারা ঈশ্বরের নিন্দা অথবা ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার না করি, অথবা অপ্রয়োজনীয় শপথ গ্রহণের দ্বারা (মথি ৫:৩৭; যাকোব ৫:১২) এবং নিষ্ক্রিয় দর্শকের ন্যায় হওয়ার দ্বারা ভয়ঙ্কর পাপ সমূহের বিনিময় না করি (লেবী ৫:১; হিতো ২৯:২৪)। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অবশ্যই আমরা কেবল ভয় এবং ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের পবিত্র নামের ব্যবহার করব (গীত ৯৯:১-৫; যিশা ৪৫:২৩; যির ৪:২), সুতরাং আমরা যেন সঠিকভাবে তাহাকে স্বীকার করি (মথি ১০:৩২-৩৩; রোম ১০:৯-১০), তাহাকে আহ্বান করি (গীত ৫০:১৪-১৫; ১-তীম ২:৮)। এবং আমাদের সমস্ত বাক্য এবং কার্যে দ্বারা তাঁহাকে প্রশংসা করি (রোম ২:২৪; কল ৩:১৭; ১-তীম ৬:১)।

প্রশ্ন ১০০: শপথ গ্রহণ এবং দুঃখজনক পাপের দ্বারা কি ঈশ্বরের নামের নিন্দা করা হয়? এছাড়া ঈশ্বর কি তাদের প্রতি ক্রোধ করেন যাহারা ঐগুলি নিবারণ না করে এবং নিষেধ না করে, কিন্তু তাহারা সমান পরিমাণে করে?

উ: নিঃসন্দেহে (লেবী ৫:১) ঈশ্বরের নামের নিন্দা করার থেকে কোন পাপ বৃহত্তর নয় অথবা তাঁহার নামের নিন্দা করার থেকেও তাঁহার ক্রোধ বেশী উত্তেজিত। সেই জন্য তিনি এই আজ্ঞা করেছেন যে তাদের শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড (লেবী ২৪:১৬)।

প্রশ্ন ১০১: কিন্তু আমরা কি ধার্মিক রীতিতে ঈশ্বরের নামের দ্বারা শপথ করতে পারি?

উ: হ্যাঁ, যখন শাসন প্রণালী ইহার বিষয় সমূহ দাবি করে, অথবা যখন ইহার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক বোধ করে, আমাদের প্রতিবাসীর মঙ্গলের জন্য এবং ঈশ্বরের গৌরবের প্রতি আনুগত্য এবং সত্যতা বজায় রাখার জন্য এবং উন্নত করার জন্য। এই রকম শপথ ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয় (দ্বি.বি. ৬:১৩; ১০:২০; যির ৪:১-২; ইব্রীয় ৬:১৬), এবং অথএব পুরাতন এবং নূতন নিয়মে সাধুগণের দ্বারা ইহা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল (আদি ২১:২৪; ৩১:৫৩; যিহো ৯:১৫; ১-শমূ ২৪:২২; ১-রাজা ১:২৯-৩০; রোম ১:৯; ২-করি ১:২৩)।

প্রশ্ন ১০২: এছাড়াও আমরা কি সাধুগণের অথবা অন্য সৃষ্ট বস্তু দ্বারা শপথ করতে পারি?

উ: না, বিধিসংগত শপথ হল ঈশ্বরকে আহ্বান করা, যিনি একাকি জানেন সত্যের সাক্ষ্য বহন করার হৃদয়, এবং তিনি আমাকে শাস্তি প্রদান করবেন যদি আমি মিথ্যা শপথ করি (রোম ৯:১; ২-করি ১:২৩)। কোন সৃষ্ট বস্তু এই রকম সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয় (মথি ৫:৩৪-৩৭; ২৩:১৬,২২; যাকোব ৫:১২)।

প্রশ্ন ১০৩: চতুর্থ আজ্ঞায় ঈশ্বর কি দাবি করিয়াছেন?

উ: প্রথমতঃ সুসমাচার প্রচার বৃত্তি এবং শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুশীলনীর বজায় রাখতে হবে (দ্বি.বি. ৬:৪-৯; ২০-২৫; ১-করি ৯:১৩-১৪; ২-তীম ২:২; ৩:১৩-১৭; তীত ১:৫) এবং বিশেষকরে বিশ্রাম দিনে আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীতে / গৃহেতে অধ্যবসায়ী হয়ে উপস্থিত হইব (দ্বি.বি. ১২:৫-১২; গীত ৪০:৯,১০; ৬৮:২৬; প্রেরিত ২:৪২-৪৭; ইব্রীয় ১০:২৩-২৫)। ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করার জন্য (রোম ১০:১৪-১৭; ১-করি ১৪:২৬-৩৩; ১-তীম ৪:১৩), প্রভুর ভোজ গ্রহণ করার জন্য (১-করি ১১:২৩,২৪), প্রকাশ্যে সদাপ্রভুকে আহ্বান করব (কল ৩:১৬; ১-তীম ২:১), এবং গরীবদের জন্য খ্রীষ্টীয় দান দিব (গীত ৫০:১৪; ১-করি ১৬:২; ২-করি ৮ এবং ৯)।

দ্বিতীয়তঃ আমার জীবনের সমস্ত দিনে মন্দ কার্য থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করব, যেন সদাপ্রভু আমার মধ্যে কার্য করেন তাঁহার পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এবং যেন আমার এই জীবনে অনন্তকালীন সাব্বাত বা বিশ্রাম শুরু হয় (যিশা ৬৬:২৩; ইব্রীয় ৪:৯-১১)।

প্রশ্ন ১০৪: পঞ্চম আজ্ঞায় ঈশ্বর কি দাবি করিয়াছেন?

উ: আমি যেন আমার পিতা ও মাতা এবং যাহারা আমার উপরে ক্ষমতার অধিকারী তাদের প্রতি আমার সন্মান, প্রেম এবং বিশ্বাস্ততা প্রদর্শন করি, আমি যেন তাদের উত্তম নির্দেশনা এবং নিয়মশৃঙ্খলার কাছে বাধ্যতা সহকারে সমর্পন করি (যাত্রা ২১:১৭; হিতো ১:৮; ৪:১; রোম ১৩:১,২; ইফি ৫:২১-২২; ৬:১-৯; কল ৩:১৮-৪:১) এবং এছাড়াও তাদের দূর্বলতা সমূহ এবং দোষ সমূহের সম্বন্ধে আমার যেন সহিষ্ণুতা থাকে (হিত ২০:২০; ২৩:২২; ১-পিতর ২:১৮), যেহেতু ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাদের হস্ত দ্বারা যেন ঈশ্বর আমাদিগকে শাসন করেন (মথি ২২:২১; রোম ১৩:১-৮; ইফি ৬:১-৯; কল ৩:১৪-২১)।

প্রশ্ন ১০৫: ষষ্ঠ আজ্ঞায় ঈশ্বর কি দাবি করিয়াছেন?

উ: আমি যেন চিন্তাসমূহ বাক্যসমূহ অথবা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা এবং নীচু কার্যের দ্বারা, ব্যক্তিগতভাবে অথবা কাহারো সাহায্যে আমার প্রতিবাসীকে অসন্মান, ঘৃণা, অপকার অথবা হত্যা না করি (আদি ৯:৬; লেবী ১৯:১৭-১৮; মথি ৫:২১-২২; ২৬:৫২); বরং আমি সমস্ত প্রতিহিংসা লওয়ার ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে রাখি (হিত ২৫:২১,২২; মথি ১৮:৩৫; রোম ১২:১৯; ইফি ৪:২৬)। যাহা হউক, আমি নিজেকে ক্ষতি করব না বা অসাবধানভাবে বিপন্ন করব না (মথি ৪:৭; ২৬:৫২; রোম ১৩:১১-১৪)। অতএব এছাড়াও সরকার/শাসন নরহত্যা বন্ধকরার জন্য খরগ ধারণ করেন (আদি ৯:৬; যাত্রা ২১:১৪; রোম ১৩:৪)।

প্রশ্ন ১০৬: কিন্তু এই আজ্ঞায় কি কেবল নরহত্যার বিষয়ে বলেছে?

উ: নরহত্যা নিষেধাজ্ঞার দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে তিনি নরহত্যার মূল / উৎসকে ঘৃণা করেন। যেমন হিংসা করা, ঘৃণা করা, ক্রোধ করা এবং প্রতিহিংসা লওয়ার ইচ্ছা প্রভৃতি (হিত ১৪:৩০; রোম ১:২৯; ১২:১৯; গালা ৫:১৯-২১; যাকোব ১:২০; ১-যোহন ২:৯-১১) এবং তিনি বিবেচনা করেন যে সবগুলিই নরহত্যার ন্যায় (১-যোহন ৩:১৫)।

প্রশ্ন ১০৭: তাহলে, ইহা কি যথেষ্ট যে যেকোন ভাবে আমরা আমাদের প্রতিবাসীকে হত্যা করব না?

উ: না, যখন ঈশ্বর দোষারোপ করেন হিংসা করা, ঘৃণা করা এবং ক্রোধ করা প্রভৃতি বিষয় গুলি তখন তিনি আমাদিগকে আদেশ করেন আমরা যেমন আমাদের ভালোবাসি ঠিক তেমনি যেন প্রতিবাসীকে ভালোবাসি (মথি ৭:১২, ২২, ৩৯; রোম ১২:১০)। তাহারা প্রতি যেন সহিষ্ণুতা, শান্তি, ভদ্রতা, দয়া এবং বন্ধুত্ব সুলভ মনভাব প্রদর্শন করি (মথি ৫:৫; লূক ৬:৩৬; রোম ১২:১০,১৮; গালা ৬:১,২; ইফি ৪:২, কল ৩:১২; ১-পিতর ৩:৮)। আমরা তাহাকে সমান পরিমাণে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করব এবং তার জন্য ভালো কিছু করব এমন কি আমাদের শত্রুদের প্রতিও করব (যাত্রা ২৩:৪,৫; মথি ৫:৪৪-৪৫; রোম ১২:২০)।

প্রশ্ন ১০৮: সপ্তম আজ্ঞা আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়?

উ: সমস্ত ব্যভিচরা ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত হয় (লেবী ১৮:৩০; ইফি ৫:৩-৫)। অতএব আমরা অবশ্যই আমাদের হৃদয় হইতে ইহা ঘৃণা করব (যিহুদা ২২,২৩) এবং সৎ ও নিয়মশৃঙ্খলাযুক্ত জীবন যাপন করব, উভয় পবিত্র বিবাহের মধ্যে এবং বাহিরে (১-করি ৭:১-৯; ১-থিষি ৪:৩-৮; ইব্রীয় ১৩:৪)।

প্রশ্ন ১০৯: এই আজ্ঞায় ঈশ্বর কি ব্যভিচার এবং সমতুল্য লজ্জাজনক পাপের থেকেও বেশী কিছুই নিষেধ করেননি?

উ: যেহেতু আমাদের দেহ এবং হৃদয় পবিত্র আত্মার মন্দির, ইহা হল ঈশ্বরের আদেশ যেন আমরা আমাদিগকে সিদ্ধ এবং পবিত্র রাখি অতএব, তিনি নিষেধ করেছেন সমস্ত লম্পট কার্য, অঙ্গভঙ্গী, বাক্যসমূহ চিন্তা সমূহ, ইচ্ছাসমূহ (মথি ৫:২৭-২৯; ১-করি ৬:১৮-২০; ইফি ৫:৩-৪); এবং যাহা কিছু আমাদিগকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে (১-করি ১৫:৩৩; ইফি ৫:১৮)।

প্রশ্ন ১১০: অষ্টম আজ্ঞায় ঈশ্বর কি নিষেধ করেছেন?

উ: ঈশ্বর কেবলমাত্র স্পষ্টভাবে চুরি করা এবং দস্যুবৃত্তি করা নিষেধ করেননি (যাত্রা ২২:১; ১-করি ৫:৯-১০; ৬:৯-১০) কিন্তু এছাড়াও খাবার ফন্দি এবং ওজন এবং পরিমাপে মিথ্যা চাতুরী, ব্যবসায় প্রতারণাপূর্ণ মনভাব, অর্থ নকল করা, এবং অবৈধসুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন (দ্বি.বি. ২৫:১৩-১৬; গীত ১৫:৫; হিতো ১১:১; ১২:২২; যিহি ৪৫:৯-১২; লুক ৬:৩৫); আমরা অবশ্য আমাদের প্রতিবাসীকে যে কোন ভাবে প্রবঞ্চিত করব না, বল প্রয়োগের দ্বারা বা অধিকার দেখিয়ে (মীখা ৬:৯-১১; লূক ৩:১৪; যাকোব ৫:১-৬) ঈশ্বর সমস্ত লোভ করার বিষয়ে নিষেধ করেছেন (লুক ১২:১৫; ইফি ৫:৫) এবং সমস্ত অপব্যবহার করার ক্ষৈত্রে অথবা তাঁহার উপহারের অপব্যায় করতে নিষেধ করেছেন (হিতো ২১:২০; ২৩:২০-২১; লুক ১৬:১০-১৩)।

প্রশ্ন ১১১: এই আজ্ঞায় ঈশ্বর তোমার কাছে কি দাবি করেন?

উ: আমি অবশ্যই যে কোন স্থানে ভালোকাজের সাহায্যে আমার প্রতিবাসীকে উৎসাহিত করতে পারি, তাহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করব, যেমন আমি পছন্দ করি অন্যরা আমার সহিত সম্পর্ক করে, এবং আমি অবশ্যই বিশ্বাস সহকারে কার্য্য করব তাহলে আমি তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দিতে সমর্থ হব (যিশা ৫৮:৫-১০; মথি ৭:১২; গালা ৬:৯-১০; ইফি ৪:২৮)।

প্রশ্ন ১১২: নবম আজ্ঞায় কি দাবি করা হয়েছে?

উ: আমি অবশ্যই কাহারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না, কাহারো কথায় /বাক্যকে ভাঁজ দিব না। মিথ্যা অপবাদ বা সমালোচনা করব না, দোষারোপ করব না অথবা কাহারো বিষয়ে না শুনে দোষারোপ করার জন্য একত্রিত হব না (গীত ১৫; হিতো ১৯:৫,৯; ২১:২৮; মথি ৭:১; লূক ৬:৩৭; রোম ১:২৮-৩২)। বরং আমি অবশ্যই এড়িয়ে যাব সমস্ত মিথ্যাবাদী এবং প্রতারকদের যাহারা শয়তানের কার্য করে, ঈশ্বরের ক্রোধের দণ্ডের অধীনে (লেবী ১৯:১১-১২; হিতো ১২:২২; ১৩:৫; যোহন ৮:৪৪; প্রকা ২১:৮) প্রাসাদের মধ্যে এবং যে কোন স্থানে, আমি অবশ্যই সত্যকে প্রেম করব (১-করি ১৩:৬; ইফি ৪:২৫)। বলব এবং ইহা ভদ্রতার সহিত স্বীকার করব এবং আমি আমার প্রতিবাসীর সন্মান এবং খ্যাতি প্রতিরক্ষা করতে পারি এবং উন্নত করতে পারি (১-পিতর ৩:৮-৯; ৪:৮)।

প্রশ্ন ১১৩: দশম আজ্ঞাটি আজ্ঞাটি আমাদিগের জন্য কি দাবি করে?

উ: আমরা যেন অবমাননাকারী চিন্তা না করি অথবা ঈশ্বরের যে কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করব না এবং সর্বদাই আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমস্ত পাপকে ঘৃণা করব এবং সমস্ত ধার্মিকতায় আনন্দ করব (গীত ১৯:৭-১৪; ১৩৯:২৩-২৪; রোম ৭:৭-৮)।

প্রশ্ন ১১৪: কিন্তু যাহারা ধর্মান্তরিত হয় তাহারা কি এই আজ্ঞাগুলি সিদ্ধতার সহিত রাখে?

উ: না, এই জীবনে এমনকি পরম পবিত্রতার জীবনে রয়েছে অল্প বাধ্যতার শুরু (উপদেশক ৭:২০; রোম ৭:১৪-১৫; ১করি ১৩:৯, ১-যোহন ১:৪)। অতএব, আন্তরিকতার সহিত উদ্দেশ্য তাহারা জীবন ধারণ করতে শুরু করে কেবলমাত্র কিছু আজ্ঞানুসারে কিন্তু ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞানুসারে (গীত ১:১-২; রোম ৭:২২-২৫; ফিলি ৩:১২-১৬)।

প্রশ্ন ১১৫: যদি কেহ তাহার জীবনে দশ আজ্ঞা সিদ্ধতার সহিত না রাখে তাহা হলে ঈশ্বর কেন তাদেরকে কঠোরভাবে প্রচার করেছিলেন?

উ: প্রথম: আমাদের জীবনের সর্বত্র, আমরা অধিকতররূপে আমাদের পাপময় স্বভাবের জন্য সাবধান হতে পারি, এবং অতএব অধিক আগ্রহের সহিত খ্রীষ্টেতে ধার্মীকতা এবং পাপ থেকে ক্ষমা লাভের সন্ধান করি (গীত ৩২:৫; রোম ৩:১৯-২৬; ৭:৭,২৪,২৫; ১-যোহন ১:৯)। দ্বিতীয়: হয়ত আমরা ভালো কার্যের জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল হই এবং ঈশ্বরের কাছে অবিরত প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ লাভের জন্য, যেন তিনি আমাদিগকে অধিকররূপে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নূতনীকৃত করেন, যে পর্যন্ত না এই জীবনের পারে আমরা লক্ষ্যের পূর্ণতায় পৌছাই (১-করি ৯:২৪; ফিলি ৩:১২-১৪; ১-যোহন ৩:১-৩)।

প্রশ্ন ১১৬: খ্রীষ্টানদের জন্য প্রার্থনা কেন প্রয়োজনীয়?

উ: কারণ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রার্থনা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যাহা ঈশ্বর আমাদের কাছে দাবি করেছেন (গীত ৫০:১৪-১৫; ১১৬:১২-১৯; ১-থিষি ৫:১৬-১৮)। যাহা হোক ঈশ্বর তাঁহার অনুগ্রহ এবং পবিত্র আত্মা দান করবেন কেবল মাত্র যাহারা অবিরত এবং ভগ্নচূর্ণ হৃদয়ে তাহার উপহার গুলির জন্য যাচ্ঞা করে এবং সেই গুলির জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দেয় (মথি ৭:৭,৮; লুক ১১:৯-১৩)।

প্রশ্ন ১১৭: প্রার্থনায় কি যুক্ত হয় যাহা ঈশ্বরকে অনন্দিত করে এবং যাহা তাঁহার দ্বারা শুনতে পাওয়া গিয়েছিল?

উ: প্রথমতঃ কেবলমাত্র আমরা অবশ্যই হৃদয় দিয়ে এক সত্য ঈশ্বরকে আহ্বান করব, যিনি নিজেকে তাঁর বাক্যে প্রকাশ করেছিলেন, সেই জন্য তিনি আমাদিগকে প্রার্থনা করার জন্য আজ্ঞা করেছিলেন (গীত ১৪৫:১৮-২০; যোহন ৪:২২-২৮; রোম ৪:২৬-২৭; যাকোব ১:৫; ১-যোহন ৫:১৪-১৫; প্রকা ১৯:১০)। দ্বিতীয়তঃ আমরা অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে জানব আমাদের প্রয়োজন এবং কষ্ট, তাহলে আমরা ঈশ্বরের সন্মুখে নম্র হতে পারব (২-বংশা ৭:১৪; ২০:১২; গীত ২:১১; ৩৪:১৮; ৬২:৮; যিশা ৬৬:২; প্রকা ৪)। তৃতীয়তঃ আমরা অবশ্যই এই দৃঢ়ভিত্তির উপর বিশ্রাম করব, যদিও আমরা ইহা কাজ করে অর্জন করিনি, ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করবেন আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের জন্য, যেমন তিনি তাঁহার বাক্যেতে আমাদিগের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (দানি ৯:১৭-১৯; মথি ৭:৮; যোহন ১৪:১৩-১৪; ১৬:২৩; রোম ১০:১৩; যাকোব ১:৬)।

প্রশ্ন ১১৮: ঈশ্বর আমাদিগকে কি আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহার বিষয়ে যাচ্ঞা করতে?

উ: সমস্ত বিষয় আমাদের দেহ এবং আত্মার জন্য প্রয়োজন (মথি ৬:৩৩; যাকোব ১:১৭) যেমন প্রার্থনার মধ্যে সংযুক্ত যাহা আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট নিজেই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন ১১৯: প্রভুর প্রার্থনা কি?

উ: হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতেও সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও, এবং আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর, আমরাও যেমন আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করি। এবং আমাদের পরীক্ষায় আনিও না। কিন্তু মন্দ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই। আমেন (মথি ৬:৯-১৩; লুক ১১:২-৪)।

প্রশ্ন ১২০: কেন খ্রীষ্ট আমাদিগকে আদেশ করেছিলেন ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলে সম্বোধন করার?

উ: আমাদের প্রার্থনার প্রারম্ভে খ্রীষ্ট আমাদিগকে চেতনা দিয়েছেন যে ঈশ্বরের প্রতি শিশুর ন্যায় ভক্তি এবং আস্তা স্থাপনের যাহা আমাদের প্রার্থনার ভিত্তি হইবে; ঈশ্বর আমাদের পিতা হয়েছেন খ্রীষ্টের সাহায্যে এবং তিনি আমাদিগকে অল্প পরিমানে অস্বীকার করবেন আমরা বিশ্বাসে তাঁহার বিষয়ে কি যাচ্ঞা করি তার জন্য। আমাদের পিতা আমাদিগকে পরিত্যক্ত করবেন জাগতিক জিনিসের গ্রহণ করার জন্য (মথি ৭:৯-১১; লুক ১১:১১-১৩)

প্রশ্ন ১২১: কেন সেখানে যুক্ত করা হয়েছে যিনি স্বর্গস্থ?

উ: এই বাক্য আমাদিগকে শিক্ষা দেয় আমরা যেন জাগতিক রীতিতে ঈশ্বরের স্বর্গীয় মহিমার বিষয়ে চিন্তা না করি (যির ২৩:২৩-২৪; প্রেরিত ১৭:২১,২৫), এবং আশা করব তাঁরই সর্বশক্তিমান ক্ষমতা থেকে সমস্ত জিনিসের যেগুলি আমাদের দেহ ও আত্মার জন্য প্রয়োজন (মথি ৬:২৫-৩৪; রোম ৮:৩১-৩২)।

প্রশ্ন ১২২: প্রথম আবেদন কি?

উ: প্রথম আবেদন হল ''তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক''। যাহা আমাদিগকে অধিকার দেয় প্রথমতঃ আমরা তোমাকে সঠিকভাবে জানি (যির ৯:২৩-২৪; ৩১:৩৩-৩৪; মথি ১৬:১৭; যোহন ১৭:৩) এবং তোমরা সমস্ত কার্যের জন্য তোমাকে পবিত্র করি, গৌরব করি এবং প্রশংসা করি, যেথায় তোমার সর্বশক্তিমান ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, সততা, ধার্মীকতা, দয়া এবং সত্যতা প্রভৃতির দ্বারা কিরণ বিচ্ছুরিত হয় (যাত্রা ৩৪:৫-৮; গীত ১৪৫: যির ৩২:১৬-২০; লুক ১:৪৬-৫৫; ৬৮-৭৫; রোম ১১:৩৩-৩৬) এঝাড়াও আমাদিগকে অধিকার দেয়

আমরা আমাদের চিন্তা, কথা এবং কার্যের দ্বারা সমস্ত জীবন সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারি যে তোমার নাম নিন্দিত না হয় আমাদের জন্য কিন্তু সর্বদাই যেন সন্মান এবং প্রশংসা করতে পারি (গীত ১১৫:১; মথি ৫:১৬)।

প্রশ্ন ১২৩: দ্বিতীয় আবেদনটি কি?

উ: তোমার রাব্য আইসুক। যাহা: সুতরাং আমাদিগকে শাসন কর তোমার বাক্য এবং আত্মা দ্বারা যেন আমরা আরো বেশী করে তোমার কাছে সমর্পন করি (গীত ১১৯:৫, ১০৫; ১৪৩:১০; মথি ৬:৩৩)। তোমার মণ্ডলীতে সংরক্ষণ এবং বর্ধিত কর (গীত ৫১:১৮; ১২২:৬-৯; মথি ১৬:১৮; প্রেরিত ২:৪২-৪৭)। শয়তানের ক্ষমতাকে লুপ্ত কর এবং প্রত্যেক ক্ষমতা যাহা তোমার বিরুদ্ধে উঠে এবং প্রত্যেক চক্রান্ত যাহা তোমার পবিত্র বাক্যে বিরুদ্ধে তাহা ধ্বংস কর (রোম ১৬:২০; ১-যোহন ৩:৮)। সমস্ত কিছুই সাধন কর যে পর্যন্ত না তোমার রাজ্য আইসে, যাহাতে তুমি হইবে সর্বেসর্বা (রোম ৮:২২-২৩; ১-করি ১৫:২৮; প্রকা ২২:১৭,২০)।

প্রশ্ন ১২৪: তৃতীয় আবেদনটি কি?

উ: তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে সিদ্ধ হোক। যাহা: আমাদিগকে অধিকার দেয যে আমরা এবং সমস্ত মানুষেরা আমাদের ইচ্ছাকে অস্বীকার করতে পারি, এবং যে কোন বিরক্তি প্রকাশ ছাড়াই তোমার ইচ্ছাকে মান্য করি, ইহা একাকি ভালোর জন্য (মথি ৭:২১; ১৬:২৪-২৬; লুক ২২:৪২; রোম ১২:১-২; তীত ২:১১-১২)। এঝাড়া ইহা অধিকার দেয় যে প্রত্যেকেই যেন তাঁহার কার্য এবং আহ্বানকে বহন করতে পারে (১-করি ৭:১৭-২৪; ইফি ৬:৫-৯)। ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বিশ্বস্তভাবে যেমন স্বর্গদূতেরা করে (গীত ১০৩:২০,২১)

প্রশ্ন ১২৫: চতুর্থ আবেদনটি কি?

উ: আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও। যাহা যুগিয়ে দেয় আমাদিগের সমস্ত দৈহিক প্রয়োজন (গীত ১০৪:২৭-৩০; ১৪৫:১৫-১৬; মথি ৬:২৫-৩৪) সেই জন্য যে আমরা প্রপ্তি স্বীকার করতে পারি তুমি হলে উত্তমের উৎস (প্রেরিত ১৪:১৭; ১৭:২৫; যাকোব ১:১৭)। এবং আমাদের যত্ন এবং পরিশ্রম, এবং এছাড়াও তোমার উপহার সমূহ, তোমার আশীর্বাদ ছাড়া আমরা কোন ভালো কার্য করিতে পারি না (দ্বি.বি. ৮:৩; গীত ৩৭:১৬; ১২৭:১,২; ১-করি ১৫:৫৮)। অতএব অধিকার দেয় যে আমরা আমাদের বিশ্বাস সমস্ত সৃষ্ট বস্তু থেকে তুলিয়া লইতে পারি। এবং আমাদের বিশ্বাস তোমাতে স্থাপন করি (গীত ৫৫:২২;৬২;১৪৬; যির ১৭:৫-৮; ইব্রীয় ১৩:৫-৬)।

প্রশ্ন ১২৬: পঞ্চম আবেদনটি কি?

উ: আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর, আমরাও যেমন আমাদে অপরাধীদের ক্ষমা করি। যাহা হল খ্রীষ্টের রক্তের জন্য আমাদিগকে অভিযুক্ত করিও না; দুঃখী পাপীগণ; আমাদের যে কোন অপরাধ সমূহ, এবং মন্দ বিষয় নয় যাহা আমাদিগকে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করে (গীত ৫১:১-৭; ১৪৩:২; রোম ৮:১; ১-যোহন ২:১-২), এছাড়া আমরা যেমন আমাদিগেতে তোমার অনুগ্রহের সাক্ষ্য দেখতে পাই যেন আমরা সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই আমাদের প্রতিবাসীকে ক্ষমা করার (মথি ৬:১৪-১৫; ১৮:২১-৩৫)।

প্রশ্ন ১২৭: ষষ্ঠ আবেদনটি কি?

উ: আর আমাদের পরীক্ষায় আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। যাহা হল: আমরা আমাদিগেতে অধিক দূর্বল আমরা পরীক্ষাতে দাড়াতে পারি না এমনকি কিছু সময়ের জন্য (গীত ১০৩:১৪-১৬; যোহন ১৫:১-৫)। যাহা হউক, আমাদের লড়াই শয়তানের বিরুদ্ধে (২-করি ১১:১৪; ইফি ৬:১০-১৩; ১-পিতর ৫:৮)। জগতের বিরুদ্ধে (যোহন ১৫:১৮-২১)। এবং আমাদের নিজের মাংসের বিরুদ্ধে (রোম ৭:২৩; গালা ৫:১৭) আমরা এই লড়াই থেকে যেন বিরত না হই। অতএব তুমি আমাদিগকে তুলে ধর এবং শক্তি দাও পবিত্র আত্মার দ্বারা, তাহলে এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধেতে (মথি ১০:১৯-২০; ২৬:৪১; মার্ক ১৩:৩৩; রোম ৫:৩-৫) আমরা পরাজিত হব না, কিন্তু সর্বদাই দৃঢ়তার সহিত আমাদের শত্রুকে বাধা দিব, যে পর্যন্ত না আমরা চুড়ান্ত বিজয় লাভ করি (১-করি ১০:১৩; ১-থিষি ৩:১৩; ৫:২৩)।

প্রশ্ন ১২৮: কিভাবে তুমি তোমার প্রার্থনার সমাপ্ত করবে?

উ: কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমরাই। যাহা হল: আমরা সমস্ত কিছুই যাচ্ঞা করি তোমার বিষয়ে কারণ আমাদের রাজা সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতা ধারণ করেন, তুমি উভয় ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং সমস্ত ভালো কিছু আমাদিগকে দিতে সঁময় (রোম ১০:১১-১৩; ২-পিতর ২:৯), এবং কারণ আমরা নই কিন্তু তোমার পবিত্র নাম অবশ্যই গ্রহণ করবে সমস্ত পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে (গীত ১১৫:১; যির ৩৩:৮-৯; যোহন ১৪:১৩)।

প্রশ্ন ১২৯: আমেন শব্দের অর্থ কি?

উ: আমেন এর অর্থ হল: ইহা সত্য এবং নিশ্চিত। কারণ আমি আমার হৃদয়ে যতটা অনুভব করি ঈশ্বর তার থেকেও বেশী নিশ্চয়তার সহিত আমার প্রার্থনা শ্রবণ করেন যাহা আমি তাহার বিষয়ে ইচ্ছা করি (যিশা ৬৫:২৪; ২-করি ১:২০; ২-তীম ২:১৩)।